Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তৈয়বা নাছরিন

রোলঃ 216021497

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তৈয়বা নাছরিন

রোলঃ 216021497

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামে নারীর ভূমিকা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তৈয়বা নাছরিন, আইডিঃ 216021497 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর ভূমিকা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তৈয়বা নাছরিন

আইডিঃ 216021497

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

কালের পথপরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহ এখন এক জটিল যুগসন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। আঁধার রাত ও সুবহে সাদিকের মাঝে যেন চলছে লুকোচুরি। মুসলমানের ঘুম ভেঙেও যেন ভাঙছে না। হতাশা ও ভীতির কালো মেঘে এখনও দিগন্ত আচ্ছন্ন।

উম্মাহর এই সঙ্গীন ও নাজুক মুহূর্তে মুসলিম নারীর চেতনা ও দায়িত্ববোধ কেমন হওয়া উচিত? কর্মবণ্টন ও দায়িত্বের শ্রেণিবিভাগ কি গাফিলতি ও অলসতার অনুমোদন দেয়? সালাফের আদর্শ ও সীরাত কি শুধু পুরুষদের জন্য? বিষয়গুলো মা-বোনদের ভেবে দেখা উচিত। শুধু ভাবলে হবে না; হিম্মত ও প্রত্যয়, প্রজ্ঞা ও কৌশল, যিকির ও ফিকিরের সাথে কাজে আত্মনিয়োগ করা জরুরী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আসলাফের জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শের আলোকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো উচিত।

ইসলামে আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে যেমন নারীর উপর আধিপত্য দিয়েছেন। তেমনি নারীকে দিয়েছেন মর্যাদা। আল্লাহ তায়ালা কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে নারী ও পুরুষ দুইটি শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষ একে অপরের সম্পূরক।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,
“আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।” (সূরা আন নাবা:৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:
"হে মানব জাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী থেকে"।(সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩)

ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' [সুরা বাক্বারাহ আয়াত:১৮৭]

পৃথিবীতে সন্তানের সবচেয়ে নিকটতম মানুষ মা। সন্তানের জন্য মায়ের যে মমতা ও ব্যাকুলতা তার কোনো তুলনা নেই। তাই তো জনম দুঃখিনী মা নিজের সকল সুখ-শান্তি বিসর্জন দেন সন্তানের প্রশান্তি চেয়ে। মমতাময়ী মা ভুলে যান তাঁর দুঃখ যাতনা কলিজার টুকরো সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু প্রিয় সন্তানের কল্যাণ কামনায় একজন মায়ের করণীয় কী? মা কিভাবে গড়ে তুলবেন তার সন্তানকে? কিভাবে সন্তানকে সচেতন করবেন পিতা-মাতার মর্যাদা ও হক সম্পর্কে? পিতা-মাতা কিভাবে রক্ষা পাবেন সন্তানের অবাধ্যতা ও অসৎ আচরণ হতে? সন্তানের আসল ভবিষ্যত কী? কোন পথে সাধিত হবে তার ভবিষ্যতের কল্যাণ?

নারী পরিবারে মা,স্ত্রী, বোন এবং কন্যারূপে,দাওয়াতী কাজে,সমাজ গঠনে এমনকি জিহাদের ময়দানেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রাক ইসলামী আরবে নারী

প্রাক-ইসলাম যুগের আরবেও এই নিয়ম ছিল যে, নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে অংশগ্রহণ করত। মহিলা ও শিশুরা যুদ্ধের সারির পেছনে থাকত। তাদের কাজ হত-আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করা, ঘোড়ার পরিচর্যা করা, তাদের বীর স্বামীদেরকে স্বস্তি দেওয়া, পূর্বসূরিগণের ইতিহাসখ্যাত বীরত্বগাথা আবৃত্তি করে তাদেরকে উদ্দীপ্ত করা, নিহত সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র খুলে নেওয়া, পলায়নপর শত্রুদের গ্রেফতার করা, লাশ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

আরবের বিখ্যাত কবি আমর বিন কুলসুম গর্ব করে বলেছেন:

'আমাদের পেছনে আছে শ্বেতাঙ্গী সুন্দরীরা, আমরা সদা সতর্ক থাকি যেন তাদের অসম্মান না হয়, শত্রু যেন তাদের নাগাল না পায়। স্বামীরা যখন শত্রুবহরের মুখোমুখি হয়, স্ত্রীরা তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়- সওয়ারী, হাতিয়ার ও লোহার শিকল পরিয়ে বন্দী লুটে নেবার। এরা জুশাম বিন বকর গোত্রের নারী-শুধু সৌন্দর্য নয়, ধর্মবিশ্বাস ও

বংশ- মর্যাদায়ও তারা অতুলনীয়। তারা আমাদের ঘোড়ার পরিচর্যা করে এবং বলে- শত্রুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে না পারলে আপনারা স্বামী হওয়ার যোগ্য নন।”

ইসলামি যুগে নারীদের বীরত্ব

পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রাচীন রীতি ইসলামি যুগেও বহাল ছিল। স্বামীদের সঙ্গে স্ত্রীরাও যুদ্ধে যেত। সহিহবুখারির বর্ণনা অনুসারে, উহুদ যুদ্ধে উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. নিজ হাতে মশক পূর্ণ করে আহত সৈনিকদেরকে পানি পান করিয়েছিলেন। উম্মে সুলাইম ও উম্মে সালিত নামক দুজন সাহাবিয়াও তাঁর সঙ্গে এই সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু নুআইম রহ. থেকে বর্ণিত আছে,
খাইবার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ছয় জন মহিলাও মদিনা থেকে রওনা হন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতেন না। তিনি জানতে পেরে রাগান্বিত হয়ে বলেন-'তোমরা কার সঙ্গে বেরিয়েছ? কে তোমাদের অনুমতি দিয়েছে?' মহিলারা আরজ করল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমাদের সঙ্গে ঔষধপত্র আছে। আমরা আহতদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগাব। তাদের শরীর থেকে তীর বের করব। সৈনিকদের খাবারের ব্যবস্থা করব।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা থাকো।' যখন খাইবার বিজিত হয়-অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে তাদেরকেও তিনি গনিমতের অংশ প্রদান করেন।
এসব সেবামূলক কাজের জন্য উম্মে সুলাইম রা. ও কিছু আনসারী সাহাবিয়া অধিকাংশ যুদ্ধে উপস্থিত থাকতেন।'

হজরত রুবাইয়ি বিনতে মুআওয়িয রা. সহ কিছু মহিলা উহুদ যুদ্ধে শহিদ ও আহতদেরকে ময়দান থেকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রুফাইদা রা.-এর একটি তাঁবু ছিল, সেখানে তিনি আহতদের ব্যান্ডেজ করতেন।

উম্মে যিয়াদ আশজায়িয়া রা. সহ আরো পাঁচজন নারী খাইবার যুদ্ধে চরকা কেটে মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তারা ময়দান থেকে তীর তুলে আনতেন এবং মুজাহিদদের ছাতু পান করাতেন।

হজরত উম্মে আতিয়া রা. সাতটি যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য খাবার রান্না করেছিলেন।

ইবনে জারির তাবারি রহ. লিখেন, মুসলমানগণ নিহতদের একত্র করে কাতারের পেছনে রাখতেন। যারা শহিদদের কাফন-দাফনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারা আহতদেরকে মহিলাদের নিকট সোপর্দ করে শহিদগণকে দাফন করতেন। কাদিসিয়া বিজয়কালে সংঘটিত 'আরমাস' ও 'আগওয়াস' যুদ্ধে মহিলা ও শিশুরা কবর খনন করেছিলেন।

নারীদের ধর্মীয় উদ্দীপনা, প্রখর মর্যাদাবোধ, চরম সাহসিকতা ও জাতির প্রতি সহমর্মিতাবোধ ছাড়াও যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের নিম্নলিখিত সেবাসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়-

১. আহতদের পানি পান করানো;
২. সৈনিকদের খাবার সরবরাহ করা;
৩. কবর খনন করা;
৪. আহত সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে আনা;
৫. আঘাতপ্রাপ্তদের শুশ্রূষা করা এবং
৬. প্রয়োজনের সময় সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

প্রথম যুগে সংঘটিত সকল যুদ্ধের চিত্র যদি এক এক করে সামনে আনা হয়, প্রায় প্রতিটিতে দেখা যাবে তারা কাতারের পেছনে নির্ধারিত দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম হজরত আনাস বিন মালিক রা.-এর মা হজরত উম্মে সুলাইম রা. সাধারণত সব যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন।

চির বিপ্লবী নারী উম্মে উমারার রাযি.

উম্মে উমারা রা. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবিয়া। মদিনার একদল মুসলমান হিজরতের পূর্বে কুরাইশের কাফিরদের থেকে লুকিয়ে আকাবায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও তাঁর সাহায্যের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এটি ছিল মদিনা থেকে আগত মুসলমানদের সর্বপ্রথম দল। এই ছোট্ট দলটিতে উম্মে উমারা রা.ও ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'বাইয়াতে আকাবা' নামে প্রসিদ্ধ।

ষষ্ঠ হিজরীতে হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ পালনের উদ্দেশে মক্কা অভিমুখে রওনা করেন। তিনি মক্কার নিকটে এসে কুরাইশের কাছে প্রবেশের অনুমতি চান। উসমান রা. মুসলমানদের দূত হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন কুরাইশ উসমান রা.-কে শহিদ করে দিয়েছে মর্মে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এতে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সাহাবি থেকে শাহাদাত ও কাফিরদের সাথে লড়াইয়ের বাইয়াত গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত। হজরত উম্মে উমারা রা. এই বাইয়াতেও শরিক ছিলেন।

এছাড়াও তিনি স্বামী যাইদ বিন আসিম রা.-এর সঙ্গে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি উহুদের ময়দানে যখন মুসলমানগণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েন- কাফিররা এগিয়ে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর হামলা করছিল আর জানবাজ সাহাবিগণ জীবনবাজি রেখে লড়ে যাচ্ছিলেন সেই নাজুক মুহূর্তেও এই বীর মহিলা নাঙ্গা তলোয়ার হাতে হামলাকারীদের আঘাত করে করে পেছনে হটিয়ে দিচ্ছিলেন। সেদিন তিনি হাতে ও বাহুতে কয়েকটি আঘাত পান। অন্যান্য যুদ্ধেও তাঁর এমন অনুপম বীরত্বের কীর্তি প্রকাশ পেয়েছে।'

হজরত আবু বকর রা.-এর যুগে মুসাইলামা কাজ্জাব নবুওয়ত দাবী করে। অতঃপর ইয়ামামায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। ইয়ামামার যুদ্ধ নামে খ্যাত সেই লড়াইয়ে উম্মে উমারা রা.ও অংশগ্রহণ করেন। হাতে আঘাত পাওয়া পর্যন্ত তিনি দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। সেদিন উম্মে উমারা রা. দেহের বারোটি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন।

খন্দক যুদ্ধে সাফিয়্যার বীরত্ব

খন্দক যুদ্ধের এক পর্যায়ে ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত পুরনো চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কার মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। তারাও একযোগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বনু কুরাইজা মুসলিম নারী ও শিশুদের সংরক্ষিত অবস্থানস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। বনু কুরাইজা ও মুসলিম নারী-শিশুদের মধ্যবর্তী এমন কোনো মুসলিম সৈন্যদল ছিল না যারা মহিলাদের নিরাপত্তা দিবে। এমন সময়ে এক ইহুদি মহিলাদের কেল্লার নিকটে চলে আসে। আশংকা ছিল, যদি সে মহিলাদের কথা বনু কুরাইজাকে গিয়ে বলে আসে তারা ময়দান ফাঁকা পেয়ে মহিলাদের ওপর হামলা করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু ও যুবাইর রা.-এর মা হজরত সাফিয়্যা রা. হজরত হাসসান রা.-কে সেই ইহুদিকে হত্যা করতে বলেন। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে সাফিয়্যা রা. নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি নিয়ে নেমে আসেন এবং তা নিক্ষেপ করে ইহুদিকে হত্যা করেন। ইতিহাসবিদ ইবনুল আসির জাযারি রহ. লিখেছেন, কোনো মুসলিম নারী কর্তৃক কোনো কাফিরকে হত্যা করার এটিই প্রথম ঘটনা।’

মুসলিম ভারতের শাসক রাজিয়া

ইসলামের সমৃদ্ধ ইতিহাসে হিন্দুস্তানের নাম তেমন উচ্চারিত না হলেও মুসলিম নারীর বীরত্বগাথার আলোচনায় হিন্দুস্তানের নাম আসবে অসংখ্যবার। হিন্দুস্তানের ইসলামি ইতিহাসে এমন অনেক মহিলার নাম ভাস্বর হয়ে আছে, যাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ় মনোবল পুরুষদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল।

শাহ ইলতুৎমিশের মেয়ে রাজিয়া সুলতানার রাজত্বকাল অন্যদের তুলনায় কম হলেও সর্বাগ্রে তিনিই উল্লেখযোগ্য। ইবনে বতুতা সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনকালে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। তিনি লিখেন, রাজিয়া পুরুষোচিত পোশাক পরিধান করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে বাইরে বের হতেন। ভারতের সম্রাটগণের রীতি ছিল, তারা শিকারে বের হলে সকল বেগম ও দাসীদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একদা ইলতুৎমিশ সিংহ শিকারে যান। বেগমরা ছিলেন তার পেছনে। একটি সিংহ বের হয়ে বাদশাহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি রাজিয়া ঘটনাস্থলে না পৌঁছতেন বাদশাহ

ভীষণ আহত হয়ে যেতেন। সিংহহৃদয় রাজিয়া তৎক্ষণাৎ তরবারি নিয়ে সিংহের ওপর এমন হামলা করেন যে, সেটি আধমরা হয়ে পড়ে যায়।

পিতা ইলতুৎমিশের পর শাসনভার গ্রহণ করে রাজিয়া এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে, রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তার ভয়ে কাঁপতেন। কিছু আমির-উমারা নিজ কর্তৃত্ব আর চলছে না দেখে তার বিরোধিতা করতে শুরু করেন। সাম্রাজ্যের উজির নিজামুল মুলুক, মালিক ইজ্জুদ্দীন, মালিক সাইফুদ্দীন, মালিক আলাউদ্দীনসহ যারা সাম্রাজ্যের ডান হাত ছিল তারা সকলেই তার বিরোধী হয়ে যায়। নিছক মৌখিক বিরোধিতা নয়, তারা সৈন্য নিয়ে দিল্লী থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাজিয়ার সাহায্যের জন্য যারা বাহির থেকে আসত তাদেরকে তারা ছত্রভঙ্গ করে দিত। কিন্তু রাজিয়া একাই নিজের কৌশল ও শৌর্য-বীর্যে তাদেরকে এমন দিশেহারা করে রাখতেন যে, তারা এদিক সেদিক মার খেত, কিন্তু কোথাও আশ্রয় পেত না। ৬৩৭ হিজরীতে লাহোরের শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি নিজেই ফৌজ নিয়ে বের হন। এরপর বাথিন্দার গভর্নর অবাধ্যতা করলেও তিনিই ফৌজ নিয়ে বের হন। কিন্তু নিজ কর্মচারীদের চক্রান্তের কারণে তিনি পথিমধ্যে গ্রেফতার হন। তারপর দিল্লির জনগণ তার স্থানে তার ভাই মুয়িজুদ্দিনকে বাদশাহ পদে বসায়। রাজিয়া মুক্ত হয়ে নতুন করে আবার সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং কয়েকবার দিল্লির বিরুদ্ধে লড়াই করেন, কিন্তু যেহেতু রাজিয়ার বাহিনী সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং সৈনিকগণও নতুন ভর্তিকৃত-তাই তারা পরাজিত হয়।’

সাঈদা রহ. সমকালীন নারীদের আদর্শ

চিরসত্য ও শাশ্বত ধর্ম ইসলাম। হক ও বাতিলের প্রভেদকারী ধর্ম ইসলাম। ইসলামের খাতিরে ভাই ভাইয়ের শত্রু হয়, ছেলে পিতার খুনপিয়াসী হয়ে ওঠে। আবার শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়। ইসলামের স্বর্ণযুগে এরূপ উপমা ভুরিভুরি পাওয়া যায়। এমনকি এখনো ঘটছে এমন অনেক কাহিনী। আমরা তার কটিরই-বা খবর রাখি!

এমনি একটি ঘটনা সাম্প্রতিক আফগান-কন্যা বীরপত্নী সাঈদার জীবনে ঘটেছে। বাড়ি আফগানিস্তানের নাগমান প্রদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সাঈদা ছিল সচ্ছল পরিবারের আদরের কন্যা। রূপে, গুণে আর দশজনকে হার মানার সে। তবে এরমধ্যে সবচেয়ে

বড় গুণটি হল তাঁর ঈমানি জজবা। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। দীনের জন্য সবকিছু কোরবানি করতে প্রস্তুত।

তখন রাশিয়ানরা আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করত। হত্যা ছিল তাদের মজার খেলা। সাঈদার ভাই শের আফজাল একজন কট্টর কমিউনিস্ট। রাশিয়ান লাল-বাহিনী আফগানিস্তানে আসার পর সে নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যায় অগ্রগামী ছিল।

খুনপিয়াসী রুশ বাহিনী একদিন বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করল। অসংখ্য নারী-পুরুষ ও নিষ্পাপ শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করল। জায়গায় জায়গায় শুধু লাশ আর লাশ। চারদিকে শুধু রক্তের ছাপ। নরদমা দিয়ে পানির বদলে প্রবাহিত হতে লাগল রক্তের স্রোত।

বিধ্বস্ত ঘরগুলো থেকে ধোঁয়া উড়ছিল। নিষ্পাপ মা-বোনদের রোনাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। সে এক করুণ দৃশ্য।

রাতের প্রথমভাগে শের আফজাল একদল কম্যুনিস্ট সেনা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। বোন সাঈদা তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। তাঁর মাথায় এক অভিনব বুদ্ধি খেলে গেল। এই তো সময় প্রতিশোধ নেবার। সাঈদা বুশ ও কম্যুনিস্ট সেনাসদস্যদের দারুণ আপ্যায়ন করল। তাদেরকে বলল, তোমরা খুব ভালো কাজ করেছ। দুশমনদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছ। তোমাদের আক্রমণে আমি যারপরনাই খুশি হয়েছি। এখন আমার অন্তর ঠাণ্ডা হয়েছে। আমি চাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে যাব। শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের সহায়তা করব।

শের আফজাল ও অন্য কমিউনিস্ট সেনারা খুব সন্তুষ্ট হল। যাক, সাঈদা তাহলে এবার আমাদের দলে এল। ওর পুরাতন চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। সাঈদা বলল, তবে আমার একটি আবদার। আজ রাত্রিটা তোমরা আমার গরিবালয়ে থেকে যাবে। মন ভরে তোমাদের আপ্যায়ন করব আমি।

বুশরা আরও আনন্দিত হল। সাঈদার ভাই ও অন্যান্য রুশ সেনা তাঁর নিমন্ত্রণ কবুল করে নিল। তারা রাত্রে সেখানেই অবস্থান করল।
শুরু হল খাবার আয়োজন। সে খুব খাতির-তোয়াজ করল তাদের। এবার মদের পালা। চলল অনেকক্ষণ। নাচ-গান তো আছেই। এ-ছাড়া ওদের রাত কাটে কিভাবে? ধীরে-ধীরে সবাই নেশার আমেজে ঘুমিয়ে পড়ল। সাঈদা অনুভব করল নেশায় তারা এখন অচেতন। ধীরে-ধীরে ধারালো তরবারি দিয়ে এক বুশ সৈনিকের দেহ থেকে ধর আলাদা করে ফেলল। এরপর আরেকটি। এভাবে সব সৈনিককে হত্যা করল। বীরাঙ্গনা সাঈদা অবশেষে আপন ভাই শের আফজালকে জাগিয়ে তুলল।
ভাইজান, তোমার সঙ্গীদের পরিণতি একবার দেখে নাও। সে তাদের সবাইকে দেখে চমকে উঠল। একি, এরা রক্তাক্ত কেন? যেন রক্তের বন্যা বইছে এখানে। চিৎকার দিয়ে উঠল শের আফজাল।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মেয়ে সাঈদা ভাইকে বলল, ভাইজান! এতো চেঁচামেচি করো না। তোমার অবস্থাও তাই হবে যেমন তাদের দেখছ। সঙ্গীদের লাশের মধ্যে তোমার মৃত অবয়বটা একবার দেখে নাও। নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যার পরিণতি শেষবারের মতো দেখে নাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেইদিন অবশ্যই আসবে যখন সকল রাশিয়ান সেনা ও কমিউনিস্টদের এমন পরিণতি হবে, যা এখন দেখছ। মুসলমানের পবিত্র খুন বৃথা যাবে না। যেতে পারে না। আফগানরা স্বাধীনতার মুখ দেখবেই। স্বাধীন সূর্য এই পবিত্র মাটিতে উঠবেই। শহীদদের রক্ত দিয়ে লেখা হবে স্বাধীনতার ইতিহাস। তবে সেইদিন তুমি থাকবে না। ভাই শের আফজাল বোন সাঈদার ঈমানি জজবা দেখে ভড়কে গেল। ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু বীরাঙ্গনা সাইদা তাকে ক্ষমা করবে কেন?

আমি তোমাকে ক্ষমা করলেও আমার নিষ্পাপ শিশু সন্তান, নারী-পুরুষের তাজা রক্ত তোমাকে ক্ষমা করবে না। আমি তাঁদের হয়ে আজ তোমার থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছি। এই বলে সাইদা নিজ ভাইকে তরবারির এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল কমিউনিস্ট আফজাল। ঈমানি জজবা ও দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত উপমা পেশ করল সাঈদা।

বীরাঙ্গনা সেই মেয়েটি বুশদের হেলিকপ্টারের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। তবে কিয়ামত পর্যন্ত আগত নারীদের জন্য রেখে গেলেন এক উজ্জ্বল উপমা।

একজন আদর্শ মা

আল্লামা ইবনে জাওজি রহ. একজন মহীয়সী নারীর জিহাদি জজবা ও দীনের জন্য তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষার একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে আগত সকল মুসলিম নারীর জন্য রয়েছে অনুপম আদর্শ।

ইমাম জাওজি রহ, বলেন, আবু কুদামা নামে মদীনা মুনাওয়ারায় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় জিহাদে কাটিয়েছেন। জিহাদি প্রেরণায় তিনি ছিলেন উজ্জীবিত।

একবার তিনি মসজিদে নববীতে বসে জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বলল, হুযুর। জিহাদের ময়দানে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে আশ্চর্যজনক একটি কাহিনী আমাদের বলুন।

আবু কুদামা রহ, বলেন, তবে শোন। রাক্কা নামক এলাকায় আমাদের জন্য জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ইত্যাদি ক্রয় করতে গেলাম।
একদিন ফুরাত নদীর তীরে বসেছিলাম। এমন সময় একজন মহিলা আমার নিকট এসে বলল, আবু কুদামা। আমি আপনার ব্যাপারে শুনতে পেয়েছি, আপনি জিহাদি বক্তৃতা করেন। জিহাদের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। আর নিজেও সর্বদা জিহাদে লিপ্ত থাকেন।

আমাকে আল্লাহ তাআলা লম্বা-লম্বা চুল, দান করেছেন। আমি আমার উপড়ানো চুল দ্বারা একটি রশি পাকিয়েছি। এবং এগুলোর সঙ্গে মাটি মিশিয়ে নিয়েছি যাতে চুলের বেপর্দা না হয়। আপনি আমার এই রশিটি নিয়ে যান। আপনি যখন জিহাদের ময়দানে শত্রুদের মুখোমুখি হবেন, প্রচণ্ড লড়াই শুরু হবে, তলোয়ারে তলোয়ারে ঘর্ষণ শুরু হবে, তীর নিক্ষেপ শুরু হবে, বর্শা নিক্ষেপ শুরু হবে, তখন আপনি এই রশিটিকে ঘোড়ার

গলায় ঝুলিয়ে নিবেন। এর দ্বারা সহায়তা নিবেন। যদি আপনার প্রয়োজন না হয় তবে যাঁর প্রয়োজন হবে তাঁকে রশিটি দিয়ে দিবেন। আমি চাই আমার চুলগুলোতে জিহাদের ধুলোবালি লাগুক, যা আমার পরকালে কাজে আসবে।

আমি একজন বিধবা। আমার স্বামী জিহাদে শহীদ হয়েছেন। আমার পুরো খান্দান জিহাদে শরিক হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। আমার ওজরের কারণে আমি জিহাদে যেতে পারছি না। তাই দয়া করে আমার এই চুলগুলো নিয়ে যাবেন যাতে আমি জিহাদের সাওয়াব অর্জন করতে পারি।

মহিলাটি আবারও বলল, হে আবু কুদামা! আমার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনুন। আমার স্বামী যখন শহীদ হন তখন তাঁর একজন ছেলে রেখে যান। সে কুরআনের হাফেজ। তীরন্দাজিতে সিদ্ধহস্ত। ঘোড়সওয়ারিতেও খুব দক্ষতা অর্জন করেছে। এভাবে জিহাদের খুটিনাটি অনেক কৌশল সে রপ্ত করে নিয়েছে। তাঁর বয়স পনেরো হয়েছে। এখন সে জমিনে কাজ করতে গিয়েছে। যখন সে ফিরে আসবে আমি তাঁকে আপনার নিকট পাঠিয়ে দেব। আমি এই নওজোয়ান ছেলেকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং পরকালের মুক্তির জন্য আপনার নিকট পেশ করব। দয়া করে আপনি আমার এই ক্ষুদ্র হাদিয়াটুকু গ্রহণ করবেন। আপনাকে দীনে ইসলামের ইজ্জত ও গৌরবের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে এই সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না।

শায়খ আবু কুদামা রহ. বলেন, আমি মহিলার কাছ থেকে চুলের রশিটি নিয়ে নিলাম। অনুভব করলাম, সত্যিই এটা চুল দ্বারা বানানো হয়েছে। মহিলাটি আমাকে বলল, আপনি আমার সামনেই এই রশিটি আপনার সরঞ্জামাদির সঙ্গে হেফাজত করে নিন, যেন আমার আত্মা তৃপ্ত হয়।
আমি রশিটি তাঁর কথামত হেফাজত করলাম এবং সাথীদের নিয়ে 'রাক্কা' হতে বের হয়ে এলাম।

আমরা যখন মাসলামা ইবনে আবদুল মালিকের দূর্গের নিকট পৌছলাম তখন পিছন থেকে একজন অশ্বারোহীর চিৎকার কানে এল। সে বলছিল, আবু কুদামা। থামুন। আমরা থেমে গেলাম। দেখলাম, একজন অশ্বারোহী অশ্ব হাঁকাতে হাঁকাতে ছুটে আসছে।

এসেই সে আমার সঙ্গে মুসাফাহা-মুয়ানাকা করে বলল, আল্লাহর শোকর, তিনি আমাকে আপনার সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত করেন নি। সে কাপড় দিয়ে তার চেহারা ঢেকে রেখেছিল। আমি তাকে বললাম, মুখোশ খোল, যেন আমি দেখে নিতে পারি। যদি জিহাদ তোমার উপর ফরজ হয় আমি তোমাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দেব। অন্যথায় তোমাকে ফেরত পাঠব।
সে তাঁর চেহারা খুলল। দেখতে পেলাম চাঁদের ন্যায় সুন্দর সুদর্শন একজন কিশোর আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আমি তাকে বললাম, বেটা! তোমার পিতা কি জীবিত আছেন?

সে বলল, না, আমার পিতা জীবিত নেই। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। আমি আমার পিতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই যাচ্ছি। হয়ত আল্লাহ তাআলা আমাকেও শাহাদাতে ধন্য করবেন।

তোমার মাতা জীবিত আছেন?

হ্যাঁ, মা জীবিত আছেন।

আমি বললাম, প্রথমে তোমার মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এস। তিনি যদি অনুমতি দেন তবে তো ঠিক আছে। অন্যথায় তুমি তোমার মায়ের নিকট থেকে যাবে। কারণ এ-মুহূর্তে জিহাদ ফরজে আইন নয়। আর মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।

ছেলেটি বলল, হে আবু কুদামা! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

আমি বললাম, না। তোমাকে চিনব কিভাবে? তোমাকে তো কখনও দেখি নি মনে হচ্ছে।

নওজোয়ান বলল, আমি ওই মহিলার সন্তান যে চুলের রশি আপনার নিকট অর্পণ করেছেন। আপনি ভুলে গেলেন কেন? আমি ইনশাআল্লাহ শহীদ হব। আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে জিহাদে নিয়ে চলুন। আমি কুরআনের হাফেজ, তীরন্দাজ ও ঘোরসওয়ারিতে আমার এলাকায় আমার কোনো জুটি নেই। আমি ইসলামের অনেক মাসআলা সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করেছি। ছোট বলে আমাকে

অবহেলা করবেন না। আমার মা আমাকে শপথ করিয়েছেন, আমি যেন জীবিত ঘরে ফিরে না যাই। আমার মা আমাকে বলেছেন, বেটা! যখন কাফেরদের সঙ্গে লড়াই শুরু হবে তখন তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না বরং শাহাদাতের আশায় সম্মুখে এগিয়ে চলবে। জীবনকে আল্লাহর রাহে সোপর্দ করে দিবে। আর জান্নাতে আল্লাহর সান্নিধ্য ও তোমার পিতার পড়শি হওয়ার জন্য দুআ করবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে যখন শাহাদাতে ধন্য করবেন, তুমি আমার জন্যও সুপারিশ করো। কেননা আমি শুনেছি, একজন শহীদ তাঁর পরিবারের সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করতে পারে। তারপর আম্মাজান আমাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে এভাবে দুআ করেছেন, হে পরওয়ারদিগার। হে আমার মুনিব! এ আমার কলিজার টুকরা, নয়নমণি, হৃদয়ের ফুল, আমার জান। আমি একে তোমার দীনের খেদমতে পেশ করছি। তুমি তাকে কবুল করে নাও।

শায়খ আবু কুদামা বলেন, আমি তার কথা শুনে খুব কাঁদলাম। কারণ ছেলেটি সুদর্শন। নওজোয়ান। আর তাঁর মা না-জানি কত ব্যথা হৃদয়ে চেপে রেখেছেন। কত বিশাল ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

যুবক বলল, চাচাজান আপনি কাঁদছেন কেন? যদি আমার অল্প বয়সের কারণে কেঁদে থাকেন, তবে মনে রাখবেন ছোটদেরকেও আল্লাহ তাআলা নাফরমানির কারণে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

আমি বললাম, তোমার আম্মুর কারণে কাঁদছি। তোমার শাহাদাতের পর তোমার অসহায় মা কিভাবে জীবন কাটাবেন।

আমরা সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। রাতভর সফর হল। রাত শেষে ভোর হল। আমরা সফর করতেই লাগলাম। ছেলেটি আল্লাহ তাআলার জিকিরে মশগুল ছিল। এভাবে দ্বিতীয় দিনও আমাদের সফর অব্যাহত থাকে। আমি গভীরভাবে লক্ষ করলাম, ছেলেটি ঘোরসওয়ারিতে খুবই দক্ষ। অন্যান্য জিহাদি প্রশিক্ষণে ছিল অন্য দশজনের তুলনায় অগ্রগামী।

পরেরদিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা শত্রু-এলাকায় প্রবেশ করি। আমরা সেখানে ছাউনি ফেললাম। আমরা ছিলাম রোযাদার। ছেলেটি আমাদের জন্য ইফতারের আয়োজন করছিল। লাগাতার সফর এবং জেগে থাকার কারণে ছেলেটি ক্লান্ত ছিল। ফলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলাম ছেলেটি মুচকি হাসছে। দারুণ সুন্দর লাগল তার সেই পবিত্র হাসি। আমি সাথীদের ডাকলাম। তারাও দৃশ্যটি দেখে অভিভূত হল।

ঘুম থেকে জেগে উঠলে আমি তাকে বললাম, প্রিয় বৎস। আমি তোমাকে এই মাত্র হাসতে দেখলাম। তুমি ঘুমে হাসছিলে কেন বল তো বাবা?

নওজোয়ান বলল, আমি একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখলাম। সে কারণে হয়ত হাসছিলাম। স্বপ্নটি ছিল এ রকম- সবুজ-শ্যামল, নয়নকাড়া একটি স্থানে আমি পৌঁছলাম। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। ফুলে ফুলে ভরে আছে আশপাশ। মনোলোভা সেই দৃশ্য। আমি তাতে বিচরণ করছিলাম। এবং খুবই আনন্দ অনুভব করছিলাম। চলতে-চলতে সামনে একটি নয়নাভিরাম অট্টালিকা দেখতে পেলাম। সবুজ গম্বুজে অট্টালিকাটি সত্যিই অবাক করার মতো, যা হীরা-মণি-মুক্তা এবং স্বর্ণ-রূপায় খচিত। দরজাটি ছিল চমকানো স্বর্ণের, যা সুনিপুণভাবে পর্দাবৃত। দরজার পর্দাটি ধীরে-ধীরে উন্মুক্ত হল। দেখলাম, কয়েকজন মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েগুলো চাঁদের ন্যায় ঝলমল করছিল। তাঁরা সবাই মিলে আমাকে মোবারকবাদ দিল। আমি তাদের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। তখন সে আমাকে বলল, এত জলদি করবেন না। এখনো আপনার সময় আসে নি। আমরা আপনার স্ত্রী নই। আমরা আপনার স্ত্রীর বাঁদীমাত্র। আপনার স্ত্রীর নাম মারজিয়া। আপনার উপর আল্লাহ রহম করুন। আপনি আরও সম্মুখে অগ্রসর হোন।

আমি গভীর আবেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। দেখলাম এ-প্রাসাদে একটি কামরা রয়েছে, যা অনেকটা উঁচু স্থানে এবং সম্পূর্ণ স্বর্ণের তৈরী। এর ভিতরে অতি মূল্যবান জমরুদ পাথরের একটি খাট রয়েছে, যার পায়াগুলো সাদা চকচকে। আমি নয়নকাড়া এই শোভা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দেখতে পেলাম, তার মধ্যে অতি সুন্দরী একজন যুবতী বসে আছে। তাঁর রূপ-যৌবনের কোনো উপমা হয়

না। মনে হয় যেন সদ্য প্রস্ফুটিত একটি শিশির-ভেজা গোলাপ। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে। আমি তাঁর দিকে অগ্রসর হলে সে বলল, স্বাগতম আমাদের এই ভুবনে। তবে এখনো তোমার সময় হয় নি। হ্যাঁ, আগামীকাল দ্বিপ্রহরের সময় তোমার আমার মিলন হবে।

শায়খ বলেন, আমি যুবককে বললাম, তুমি দারুণ সুন্দর ও মূল্যবান স্বপ্ন দেখেছ। তুমি সত্যিই ভাগ্যবান।

তারপর আমরা রাতভর যুবকের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম। কিছুতেই ফল মিলাতে পারলাম না।

পরদিন।

প্রত্যুষে আমরা অযু-ইসতেনজা সেরে আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালাম। নামায শেষে কায়মনোবাক্যে সকলেই মহান প্রভুর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলাম। এবং সারিবদ্ধ হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম। ইতোমধ্যে ঘোষণা হল,

"হে আল্লাহর সওয়ারিগণ, সওয়ার হও। জান্নাতে অগ্রসর হও।"

তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়, তোমরা যদি স্বল্প কিংবা অধিক সরঞ্জামের মালিকও হও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুবাহিনী আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। তারা স্রোতের ন্যায় ধেয়ে আসতে লাগল। সংখ্যায় তাঁরা আমাদের তুলনায় ছিল অনেক বেশি। সমুদ্রের ন্যায়, যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিল।

শুরু হল হামলা। পাল্টা হামলা। মরণপণ লড়াই। আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ-নওজোয়ান কাফের বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে শত্রুদের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

কাফেরদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তাদের তছনছ করতে লাগল। ওদের কয়েকজন বাহাদুরকে সে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিল। আর বহুজনকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আমি যুবকটির এলোপাথাড়ি হামলা দেখে তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁর লাগাম ধরে বললাম, বেটা। তুমি এবার ফিরে এস। তুমি নবীন। অনভিজ্ঞ। যুদ্ধের কলা-কৌশল সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

নওজোয়ান বলল, চাচাজান আপনি কি কুরআনের এই আয়াতটি পড়েন নি,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ

অর্থ- হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হবে, তখন তোমরা পিছপা হবে না। (সূরা আনফালঃ ১৫)

চাচাজান, আপনি কি চান আমি পিছপা হয়ে জাহান্নামের উপযোগী হই?

অকস্মাৎ একদল কাফের এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। আমরা তাদের বেষ্টনীতে পড়ে উপর্যুপরি হামলা করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমি তাদের বেষ্টনী হতে বেরিয়ে পড়লাম। এভাবেই আমরা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। কাফেরদের এই ঝটিকা আক্রমণটি এতই প্রবল ছিল যে, এতে আমাদের অনেক সাথী শাহাদাত বরণ করল। এভাবেই সমাপ্ত হল একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

তারপর আমি আমার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সমগ্র রণক্ষেত্র ঘুরে দেখতে লাগলাম। চারদিকে লাশ আর লাশ। কিছুক্ষণ আগে রক্তের বৃষ্টি হয়েছে যেন এই জায়গাটিতে। জায়গায় জায়গায় শহীদের দেহ মাটির সঙ্গে মিশে আছে।

ধুলো-মাটিতে চেনা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ পর। হঠাৎ দূরে একটি ঘোড়ার নিচে পিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকা এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। আমি দৌড়ে তাঁর নিকট পৌঁছে দেখি সে আর কেউ নয়। আমার সেই প্রিয় কিশোরটি। আরও নিকটে পৌঁছে দেখি ক্ষীণ আওয়াজে সে কি যেন বলছে।

রক্ত আর ধুলো-বালিতে মিশে একাকার হয়ে গেছে তাঁর সুন্দর চেহারা। কান পেতে শুনতে পেলাম সে বলছে, আমাকে আমার চাচা আবু কুদামার নিকট নিয়ে চল।

আমি বললাম, বেটা। আমিই আবু কুদামা।

নওজোয়ান বলল, চাচাজান, আমার স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমি জান্নাতের নাজ-নেয়ামত এবং হুর-গোলামদের দেখতে পাচ্ছি। আমি চললাম। আপনি আমার জন্য দুআ করবেন চাচাজান!

আমি বললাম, বেটা। কিয়ামতের কঠিন দিবসে তোমার সুপারিশে আমাকেও স্মরণ রেখ।

সে বলল, চাচাজান আপনার মতো মহান ব্যক্তিকে কিভাবে ভুলতে পারি?

আমি তাঁর চেহারার দিকে ঝুঁকে পড়লাম। তাঁর কপালে চুমু খেলাম। এবং আমার চাদর দিয়ে তাঁর চেহারা থেকে মাটি ও রক্ত মুছতে লাগলাম।

নওজোয়ান বলল, আপনার মতো দয়াশীলকে ভোলা যায় না। আপনি আপনার কাপড় দিয়ে আমার রক্ত মুছছেন কেন? আমার কাপড়ই এর জন্য বেশি উপযোগী।

তারপর সে আবার ক্ষীণ আওয়াজে বলল, চাচাজান, এ খুন মুছবেন না। আমি এ-খুন নিয়ে আমার প্রভুর দরবারে হাজির হতে চাই। আর আপনাকে যে হুরের কথা বলেছিলাম সে এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমার রূহ বের হওয়ার অপেক্ষায়। আর সে আমাকে বলছে, আমি তোমার সাক্ষাতের জন্য অধির অপেক্ষমাণ প্রিয়তম। আর দেরি করো না। দ্রুত আমার নিকট চলে এস।

হে চাচাজান! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, যদি আপনি সুস্থ শরীরে দেশে ফিরে যান, তাহলে আমার এই রক্তমাখা কাপড়গুলো আমার মায়ের নিকট পৌঁছে

দিবেন। আর বলবেন, আপনার ছেলে আপনার অসিয়ত পুরোপুরি আদায় করেছে। শত্রুদের মোকাবেলায় পিছপা হয় নি। জাতির সঙ্গে বেঈমানি করে নি। আর আপনি তাঁকে আমার সালাম দিয়ে বলবেন, আল্লাহ তাঁর উপঢৌকন কবুল করেছেন। চাচাজান। আমার ছোট একটি বোন আছে। বয়স দশ বছর হবে। সে আমাকে খুব মুহাব্বত করে। আমি যখনি ঘর হতে বের হতাম সে আমাকে বিদায় জানাত। আবার যখনি ঘরে ফিরতাম সবার আগে সেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। সালাম জানাত। আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করত। এবার শেষবারের মতো যখন ঘর হতে বের হই সে আমাকে বলল, ভাইজান, কোথায় যাচ্ছেন? জলদি ফিরে আসবেন। আপনাকে ছাড়া আমার কষ্ট হবে।

আমার এই দুঃখিনী বোনটির সঙ্গে যখন আপনার সাক্ষাৎ হবে, তাকে বলবেন, তোমার ভাই বলেছে, কিয়ামতে সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ।

কথাগুলো বলে নওজোয়ান কালেমা শাহাদাত পড়ে নিল। তারপর নশ্বর এই পৃথিবী ছেড়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেল। আমরা তাঁকে এ-কাপড়েই দাফন করলাম। তারপর আমরা ফিরে এলাম।

আমরা যখন রাক্কায় ফিরে এলাম তখন আমি প্রথমেই ওই যুবকের বাড়ি গেলাম। দেখি ঐ যুবকের মতো সুন্দর একজন মেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আর যুদ্ধ-ফেরত লোকেদেরকে তাঁর ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করছে। সবাই নেতিবাচক উত্তর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমি যখন তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম সে আমাকে বলল, চাচাজান! আপনি আমার ভাইটির কোনো সংবাদ জানেন? আপনি কি রণাঙ্গন থেকে এসেছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি রণাঙ্গন হতে মাত্রই ফিরে এসেছি।

মেয়েটি বলল, আপনি কি আমার ভাইয়ার কোনো সংবাদ দিতে পারবেন,
আমি খুব... সে চিৎকার দিয়ে উঠল। ভাইয়ের বিরহ বেদনা সহ্য করতে পারছিল না সে।

আমি আমার কান্না চেপে রাখলাম। আর মেয়েটিকে বললাম, যাও তোমার আম্মুকে গিয়ে সংবাদ দাও, আবু কুদামা এসেছে।

মহিলা আমার এই কথোপকথন শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর হতে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আবু কুদামা আপনি আগে বলুন, আপনি আমাদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন না দুঃসংবাদ? আমি বললাম, আপনি আগে সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদের ব্যাখ্যা বলুন।

তিনি বললেন, আমার ছেলে যদি সুস্থ ও নিরাপদে ফিরে আসে, তবে এটা হবে আমার জন্য দুঃসংবাদ। আর যদি আমার কলজে-ছেঁড়া ধনকে আল্লাহ তাআলা শাহাদাতে ধন্য করেন তবে এটা হবে আমার জন্য সুসংবাদ।

আমি বললাম, আপনাকে অসংখ্য মোবারকবাদ। যদি তাই হয় তাহলে আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তাআলা আপনার হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। আপনার ছেলে রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণ করেছে।

তিনি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বললেন, আপনার উপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন হে আবু কুদামা! সত্যিই আপনি আমার জন্য এক পরম সুসংবাদ বয়ে এনেছেন। আখেরাতের জন্য এরচেয়ে বড় পুঁজি আমার আর কিছু হতে পারে না। আমার অশান্ত দিল এখন শান্তি লাভ করল।

তারপর আমি ওই নওজোয়ানের সংবাদ তাঁর বোনকে দিলাম। আল্লাহ হাফেজ, কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎ হবে। মেয়েটি এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ল।

আমি তাঁর শিরায় হাত রেখে দেখলাম, সেও আর ইহজগতে নেই। ভাইয়ের মতো ছোট বোনটিও আলবিদা জানাল এই নশ্বর পৃথিবীকে।

আমি শহীদ নওজোয়ানের রক্ত মিশ্রিত কাপড়খানা তাঁর মায়ের নিকট সোপর্দ করলাম। আমার হৃদয়চিরে চিৎকার বেরিয়ে আসছিল। যেন আমিও শামিল হই তাঁদের কাতারে। কোনো মতে নিজেকে সংবরণ করে ভগ্নহৃদয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম...।

শহীদের মায়ের ধৈর্য দেখে সত্যিই আমি অভিভূত।

একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার অমর কাহিনী

ভূস্বর্গ কাশ্মির। গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের নাম সেতাকা। পাহাড় সংলগ্ন গ্রামটির সত্যিই মনকাড়া দৃশ্য। রৌশনী সে গ্রামেরই একটি ছোট্ট পরিবারের মেয়ে। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তাই আদর করে সবাই তাকে বুশি বলে ডাকে। গ্রামের স্কুল পেরিয়ে ১৬/১৭ বছরের তরুণী বুশি ৬ মাইল দূরত্বে রাজধানীর সরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছে।

১৯৮৯ সাল থেকে কাশ্মিরের মুক্তিকামী তরুণেরা মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে ভারতের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে দেশের অনেক তরুণ-যুবক তাদের সকল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সরাসরি ট্রেনিংক্যাম্পে এসে অস্ত্র কাঁধে ভারতীয় হায়েনাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই ভারতীয় সেনারা মুসলিম তরুণদের গ্রেফতারের জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চষে বেড়াতে শুরু করে। হঠাৎ হানা দিয়ে নির্বিচারে তরুণদের গ্রেফতারের মহড়া চালাতে থাকে।

১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাস। শ্রীনগর সরকারি কলেজে হানা দিল ভারতীয় সেনাদল। কয়েকজন যুবককে সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেফতার করে গাড়িতে তুলে নিল। ইত্যবসরে একজন নরপিশাচের নজর পড়ল বোরকা পরিহিত সুন্দরী বুশির উপর।

অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তারা রুশিকেও সেনাক্যাম্পে নিয়ে এল। শহরের কিছুটা বাইরে সেনাছাউনি। রাতের বেলা পাশবিক নির্যাতনের মানসে সেনা ছাউনির খানিকটা দূরে একটি তালাবদ্ধ গুদাম ঘরে বুশিকে আটকে রাখল। বন্দী মুসলিম তরুণদের সঙ্গে হানাদারবাহিনী কী আচরণ করছে বুশি তা জানে না। তবে বন্দিনী বুশি এতটুকু অবশ্যই

জানে যারাই পাষণ্ড ভারতীয় সেনাদের হাতে পড়ে এ-পৃথিবীর আলোছায়া থেকে তারা চলে যায় বহু দূরে। মৃত্যু তাদের অবধারিত। বুশিও নিজের মৃত্যু অবধারিত জেনে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। কিন্তু সে যে নারী? পাষণ্ডরা এত সহজেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে? এতো তাদের ধর্মের পরিপন্থী। নারী মানেই ভোগের সামগ্রী। এটাই তো তাদের ধর্মনীতি। তাই বুশিও মৃত্যুর পূর্বের নির্যাতনের কথা ভেবে তিলে-তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে বন্দিখানায়। বান্ধবী সীতারানি অবশ্যই মা-বাবার কাছে অপহরণের সংবাদ পৌঁছাবে।

ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বুশির মন দুরু-দুরু করে কাঁপছে এক অজানা শঙ্কায়। নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আত্মহত্যার চেয়ে উত্তম পদ্ধতি রুশির জানা ছিল না। গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ফাঁসি দিবে। ঠিক এই মুহূর্তেই দরজা খুলে প্রবেশ করল ভারতীয় সেনা অফিসার। বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল সে বুশিকে। রুশিকে ফাঁসি থেকে মুক্ত করল সে। এত সহজে মরতে দিবে কেন? তারপর শুরু হল নির্যাতন। এভাবে পর-পর কয়েকজন সেনা অফিসারের নির্যাতনে মধ্যরাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মুসলিমকন্যা বুশি। শেষ পর্যন্ত সেনা-অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেলেও পুনরায় নির্যাতনের লক্ষে বুশিকে হত্যা না করে গুদামে তালা লাগিয়ে পাষণ্ডরা চলে যায়। দীর্ঘক্ষণ অচেতন থাকার পর ফজরের আযানের সুর কানে পৌঁছুতেই চেতনা ফিরে পেল বুশি। নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ল তার। হায়েনাদের নির্যাতনের পুরো চিত্র ভেসে উঠল বুশির সামনে। নিজের উপর নিজেই ধিক্কার দিতে শুরু করল সে। হায়। একি হল? ছি, এ জীবন রেখে আর কি লাভ? আত্মহত্যাই তো ভালো ছিল। কেন তা পারলাম না। এখন তাই করে ছাড়ব। এই কলঙ্কিত মুখ জনসমাজে কিভাবে দেখাব? না, আত্মহত্যাই করব। এই ভেবে হারানো ওড়নাটি খুঁজতে লাগল বুশি। অবসন্ন দেহে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। দক্ষিণ জানালা খোলা ছিল। খোলা জানালা দিয়ে মৃদু হাওয়া এসে বুশির মন-মগজ চাঙ্গা করতে লাগল। এবার তার মনে আত্মহত্যার পরিবর্তে নব চেতনার উদ্রেক হল। শিরায় শিরায় এক নতুন অনুভূতির অস্তিত্ব খুঁজে পেল বুশি। ঘৃণা ধীরে ধীরে ক্রোধে পরিণত হতে লাগল।

না, এভাবে মরব না। মৃত্যু যখন হবেই তা হলে আত্মহত্যা কেন? কাপুরুষের মতো মরলে নিজের এবং দশের কি উপকার? মৃত্যু যখন হবেই তবে বীরের মতো মরব। খুন দেব এবং খুন নিব। এক অজানা অনুভূতি শিহরণ খেলে গেল তার দেহমনে।

আমি মুজাহিদ হব, মুজাহিদবাহিনীতে যোগ দিব। একেকটা হায়েনার কাছ থেকে নির্যাতনের কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নিতে হবে। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? আমি তো বন্দিনী। এখান থেকে পালাব কিভাবে?

রুশি নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই তার পরিকল্পনা পাল্টে গেল। মুজাহিদ হয়ে মৃত্যুবরণ করার তামান্না সত্যিই তার পথ খুলে দিল। মানুষ আল্লাহর প্রতি এক পা এগোলে আল্লাহ তাআলা তার গতি দশ কদম এগিয়ে দেন। রুশির বেলায়ও তাই ঘটল। ভীরুর মতো এভাবে অলস পড়ে থাকলে চলবে না। জীবন একটাই। দেশ ও জাতির জন্য কিছু করতে চাইলে এটাই তার শ্রেষ্ঠ সময়।

শোয়া থেকে উঠতে চেষ্টা করল রুশি। কিন্তু পারল না। অবর্ণনীয় নির্যাতনে শরীর নিস্তেজ হয়ে আছে তার। আবার চেষ্টা করল। এবার সে সফল। উঠে দাঁড়াল। দরজা-জানালায় কোনো ফাঁক-ফোকর আবিষ্কার করতে চেষ্টা করল রুশি। একে একে সব কটি দরজা জানালা পরীক্ষা করেছে। হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। একটি জানালার শিক অনেকটা বাঁকা হয়ে আছে। আস্তে করে শিকটি সরিয়ে ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে বাইরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল রুশি। জন-মানবশূন্য ভোরে আঁধারে শুধু পাহাড়ের পর পাহাড় দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সেনা ছাউনি এই জানালার বিপরীত দিকে অবস্থিত। তাই এখান থেকে দেখা যায় না। এই তো সুযোগ। সন্তর্পণে বাঁকা শিকটা আর একটু সরিয়ে পা দুটো বাইরে দিয়ে অবসন্ন শরীরটা এলিয়ে দিল। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিন্তু এখন যাবে কোথায়? যেখানেই হোক যেতে তাকে হবেই। তাই অজানা পথে দৌড়াতে লাগল রুশি। কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর অনুভব করল পা দুটো অবস হয়ে আসছে। একসময় ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের ঢালুতে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তিভাব কাটিয়ে আবার দৌড়। এভাবে দুইকিলোমিটার গেল। চারদিকে দৃষ্টি বুলালো সে। না, কোথাও কোনো বাড়ি-ঘরের আলামত নেই। হ্যাঁ, বহুদূরে একটা গাছের তৈরী চালামত চোখে পড়ছে।

কিন্তু সে পর্যন্ত পৌছুবে কিভাবে? ক্লান্ত অবসন্ন দেহ ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে। কিন্তু তাকে যে যেতেই হবে। বসে থাকলে হবে কিভাবে? আবার দৌড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল বুশি। কিন্তু পারল না। আবার বসে পড়ল পাহাড়ের ঢালুতে। পূর্বাকাশ অনেক ফর্সা হয়ে এসেছে। আতঙ্কিত অবস্থায় কাটল কিছুক্ষণ। না-জানি হায়েনারা পিছন থেকে এসে ধরে ফেলে। আবার মনে একটু সাহস সঞ্চয় করে চলতে লাগল সে। এভাবে ধীরে ধীরে চলতে চলতে একসময় কুঁড়ে ঘরটির কাছে পৌঁছল। নীরব নিথর কুড়ে ঘর। চারদিকে পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি বুলাতে লাগল। গাছগাছালিতে ঢাকা এই কুঁড়ে ঘর হতে হঠাৎ আওয়াজ এল সাবধান। আর এক কদমও এগুবে না। থমকে দাঁড়ায় বুশি। দম বন্ধ হয়ে আসছে। তা হলে কি নির্যাতনের মুখ থেকে মুক্ত হয়ে বন্দুকের নলের মাথায় এসে পড়লাম? বুশির আতঙ্কিত মনে ভাবনার উদয় হল। আল্লাহ তুমি কোথায়? এক অদৃশ্য আওয়াজ বুশির মনে ধাক্কা দিল। বুশি বলে উঠল, আমি এক নির্যাতিতা মেয়ে। তোমরা কারা?

কুঁড়ে ঘরের ভিতর হতে আওয়াজ এল, আমরা মুজাহিদ।

এবার মুজাহিদগণ প্রশ্ন করল, তুমি কে? এখানে কেন?

বুশি এই প্রশ্নের তাৎক্ষণিক কোনো উত্তর দিল না। ঘুরে দরজার মুখে গিয়ে দেখল কয়েকজন মুজাহিদ ঘুমিয়ে আছে, পাহাড়ের ঢালুর এই নীরব কুঁড়ে ঘরে। বুশি এখন নিশ্চিন্ত হল, সে সঠিক জায়গায়ই এসে পৌঁছেছে। তাই পাহারাদার মুজাহিদকে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। পাহারাদার বুশিকে পাহাড়ের গহীন অঞ্চলে মুজাহিদ ঘাঁটিতে পৌছিয়ে দিল। মুজাহিদ কমান্ডার সবকিছু জেনে নিলেন।

কমান্ডার বুশির করুণ কাহিনীতে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। এরপর মুজাহিদ কমান্ডার প্রথমে বুশির চিকিৎসা ও তারপর ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করলেন। সাতদিন প্রাথমিক ট্রেনিঙের পর রুশিকে আরও তিন মাইল গভীর অরণ্যের ট্রেনিং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হল। সেখানে পৌছে আর কজন মহিলা যোদ্ধার সাক্ষাৎ পেল বুশি। সকলের একমাসের ট্রেনিং শেষ হল। এই ট্রেনিংগুলোতে বিশেষ করে ছয়জন মহিলাকে গেরিলা প্রশিক্ষণসহ বোমা হামলা, অতর্কিত হামলা, মাইন পোঁতা এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রেনিং দেওয়া হল।

একমাস ট্রেনিং শেষে প্রত্যেক মহিলা মুজাহিদকে বিভিন্ন সেক্টরে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করা হল। বুশিকে প্রেরণ করা হল একটি অপরিচিত এলাকায়।

রুশির কর্মস্থল দেওয়া হয়েছে রাজধানী শ্রীনগরে। শ্রীনগরে পৌঁছে বুশি আর বুশি নেই। সে এখন এক প্যান্ট-শার্ট পরিহিত হিন্দু তরুণী। নিয়তি রানি সাহা। যেখানেই যায় নিয়তি রানি সাহা পরিচয় দেওয়ায় সাতখুন মাফ হয়ে যাচ্ছে। কারো সন্দেহ নেই তার প্রতি। রাত যাপনের জন্য জনৈক হিন্দু মেয়ে আরতি সাহার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল নিয়তি রানি। আরতির বাসায়ই অবস্থান করল সে। আরতি-পরিবারের সবাই জানে নিয়তি রানি চাকুরির খোঁজে শহরে এসেছে। তাই সকালে ঘর হতে বের হয়ে আবার রাতে ফিরে আসে। দিনভর চাকুরির সন্ধান করে। এক দুইদিন পরই নিয়তি রানির মোক্ষম সুযোগ এসে গেল। স্থানীয় গ্রেট হলে পাঁচ হাজার লোকের অবস্থান। নাচ, গান ও নাটক হবে। গোয়েন্দা মুজাহিদ আবদুল্লাহ সরকারের সরবরাহকৃত শক্তিশালী বোমার বাক্স হতে একটিমাত্র বোমা নিয়ে নিয়তি রানি সাহা উক্ত হলে ঢুকে পড়লেন দর্শক হয়ে।

শুরুতেই জমে উঠল নাচ-গানের আসর। নাচের তালে তালে শ্রোতাদের হৈ-হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে পিছন থেকে কি যেন উড়ে এল স্টেজে। ধপাস করে পড়েই বিকট শব্দ। মুহূর্তেই সবকিছু উলট-পালট হয়ে গেল। যে যেদিকে পারল ছুটল। হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কে কার আগে বেরুবে সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ধাক্কাধাক্কিতে বহুলোক আহত হল।

বোমা বিস্ফোরণে আগুন ধরে গেল। ততক্ষণে নিয়তি বান্ধবী আরতির বাসায় সহি-সালামতে পৌঁছে গেল। এদিকে গ্রেট হলের চারপাশে পুলিশ ভরে গেল। দমকলবাহিনী আগুন আয়ত্তে আনতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হতাহতদের হাসপাতালে নেওয়ার জন্য অনেকগুলো অ্যাম্বুলেন্স হলের সদর গেটে এসে দাঁড়িয়ে গেল। পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে নিল। গ্রেট হলে অসংখ্য মুজাহিদ ঢুকেছে, এ-কথা সকলের মুখে মুখে। সন্দেহভাজন ৪০ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এর

মধ্যে অনেক নিরপরাধ মুসলিম যুবকও রয়েছে। কয়েকজন হিন্দু যুবক তাদের হিন্দু নাম বলার পরও পুলিশ তাদের ছাড়ে নি। পুলিশ বলছে, 'বাঁচার জন্য হিন্দু সেজেছ। দাঁড়াও মজা দেখবে।'

কয়েক ঘণ্টা পর দমকলবাহিনী আগুন আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। গ্রেট হলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিশ লক্ষ রুপি। আর ৯০ জন হিন্দু তরুণ-তরুণী নিহত হয়। আহত হয় আরো ৬/৭ গুণ। শ্রীনগরের বড় হাসপাতালে আহতদের ঠাঁই হল না। গভীর রাতে নিয়তি রানি সাহা ঘুম থেকে উঠে অজু সেরে দুই রাকাত শোকরানা নামায আদায় করল। গোয়েন্দা মুজাহিদ আবদুল্লাহ সরকার নিয়তি রানি সাহার দুঃসাহসিক সফল অভিযানের সংবাদ মুজাহিদ হেড অফিসে পৌঁছে দিল।

পরদিন বিধ্বস্ত গ্রেট হলে পরিদর্শনে এল স্থানীয় পৌরপ্রশাসক। সঙ্গে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা। সেখানে নিয়তি রানির আগমন হাজারো জনতার মাঝে। পকেটে আবদুল্লাহ সরকারের সরবরাহকৃত বোমা। সবাই হলের ক্ষয়ক্ষতির করুণ চিত্র ঘুরে ঘুরে দেখছে। হঠাৎ এক দিক থেকে বিকট আওয়াজ। আবার বোমা বিস্ফোরণ। সবাই দেখল বারান্দায় এক সেনা অফিসারসহ ৫ সেনা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। নিয়তি রানি আগত শত শত মহিলার সঙ্গে মিশে গেল। কয়েকজন হিন্দু যুবককে মুজাহিদ সন্দেহে গ্রেফতার করল পুলিশ। কোথাও কোনো মুজাহিদের লেশমাত্র পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত জনতাকে সরিয়ে দেওয়া হল। আহতদের মধ্যে একজন মাত্র বেঁচে গেল পঙ্গু হয়ে। বাকি সকলের মৃত্যু হল। বাসায় ফিরে নিয়তি রানি তার বাবাকে চিঠি লিখল তার মুজাহিদ জীবনের সংবাদ জানিয়ে। এটাই যে নিয়তির শেষ চিঠি হবে কে জানত?

তার তিনদিন পরের ঘটনা। নিয়তি রানি পাকা সড়কের উপর দিয়ে আনমনে হাঁটছে। হঠাৎ সামনের দিক থেকে সেনাবাহিনীর জিপ এসে পড়ল। জিপের সেনারাই বুশি নামের নিয়তিকে কলেজ থেকে তুলে এনে রাতভর নির্যাতন করেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে নিয়তি হঠাৎ করে উপর্যুপরি তিনটি বোমা মারল গাড়ির সামনে মধ্যখানে। অফিসারসহ পাঁচজন সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হল। সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। সামনের দিক থেকে আসা সেনাবাহিনীর ট্যাংকের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল নিয়তির বুক। চিরদিনের মতো লুটিয়ে পড়ল নিয়তি। সেনারা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে

উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে একেবারে হতবাক। আরে, এ তো সেই কলেজছাত্রী, যাকে আমরা ২ মাস পূর্বে কলেজ থেকে তুলে এনেছিলাম। আজ সে আমাদের পাঁচজন সেনা অফিসারকে হত্যা করল। সে তো তার নির্যাতনের প্রতিশোধ কড়ায়গন্ডায় নিয়েছে। সেনারা বুশির প্যান্টের পকেট থেকে পাওয়া ডায়েরি থেকে জানতে পারল তার গ্রেট হলে আক্রমণের বিস্তারিত সংবাদ। এমনকি তার পরিবর্তিত নাম নিয়তি রানি সাহা।

এদিকে হিন্দু বান্ধবী খুঁজতে লাগল নিয়তি রানিকে। কয়েকস্থানে টেলিফোন করেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। পরদিন সকল দৈনিক পত্রিকায় প্রধান শিরোনাম হয়ে এল মুজাহিদ নেত্রী নিয়তি রানি সাহা নিহত। পত্রিকার সংবাদ দেখে অবাক হল আরতি। নিয়তি নিহত। সে মুজাহিদ নেত্রী। সে মুসলিম। পত্রিকার বিস্তারিত বিবরণ জেনে আরতি ভাবল সরকারি কলেজের সেই বুশি ভারতীয় সেনাদের হাতে রাতভর নির্যাতিত হয়ে প্রতিশোধের নিদারুণ স্পৃহায় মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিয়তি রানি নাম ধারণ করেই আমার বান্ধবী সেজেছিল। আর একের পর এক হত্যা চালিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল। মুসলমানরা এত দুঃসাহসী! এত জিদ তাদের। এত সাফল্য!

পুরো শহরে সাড়া পড়ে গেল, মুজাহিদ নেত্রী নিয়তি রানির নিহত হওয়ার সংবাদ। মানুষের এত বলাবলি শুনে বাবা আকবর নিজ হাতে পত্রিকার পাতা খুলে মুজাহিদ নেত্রী নিয়তি রানি সাহার নিহত হওয়ার সংবাদ বিস্তারিত পড়ে বুঝতে পারলেন, এ তার কন্যা বুশি ছাড়া কেউ নয়। কাউকে বলতেও পারলেন না যে, বুশি তার মেয়ে। আবার সামান্য কাঁদতেও পারলেন না নানা ভয়ে। না জানি কেউ জেনে ফেলে আমি মহিলা মুজাহিদ বুশির পিতা।

সরাসরি বাড়ি ফিরে এলেন বাবা আকবর। বাড়িতে পৌঁছেই রুশির লেখা চিঠি পেলেন বাবা। বুশি লিখেছিল।

বাবা!

আমার সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করবেন। মাকেও সালাম দিবেন। আমি বুশি আপনাদের একমাত্র সন্তান। কলেজ থেকে ভারতীয় নরখাদকদের হাতে বন্দি হয়ে রাতভর

নির্যাতিত হয়েছিলাম তাই তোমাদের মুখ দেখাব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। এই কারণে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারি নি। এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে তা করতে দিল না। মৃত্যু যখন হবেই কাপুরুষের মতো নয়। বীরের মতো মৃত্যুই উত্তম। তাই বহুকষ্টে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করে দেশমাতৃকার চিরশত্রু ভারতীয় দখলদারদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রথম অভিযানে ৯০ জন হিন্দু নারী পুরুষ এবং দ্বিতীয় অভিযানে ৪৭ জন নরখাদককে হত্যা করে নির্যাতনের প্রতিশোধ নিলাম।

আপনাদের যদি কোনো সন্তান না হত তাহলে কি আপনারা চিরদিন নিঃসন্তান হয়ে বেঁচে থাকতেন না? আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাদের সন্তান হিসেবে দিয়েছেন কাশ্মিরের এ-মাটি যারা অপবিত্র করছে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য।

আমি মেয়ে তাই বলে আমার জন্য জিহাদ ফরজ নয়? আমার ইজ্জত- আবরু কাশ্মিরের জিহাদে বিলীন করেছি। এখন নিজের প্রাণটুকুও বিলিয়ে দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত আছি। যে কোনো সময় তাও দিয়ে দেব। এই কাশ্মিরের মাটি শত্রুমুক্ত করার জন্য আমি যখনই আমার প্রাণটুকু আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করে দিব, তা শুনে আপনারা কাঁদবেন না। শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করবেন শহীদের পিতা-মাতা হতে পেরেছেন বলে। এরচেয়ে বড় নিয়ামত আর কী হতে পারে আপনাদের জন্য? আমার জন্য দুআ করবেন।

ইতি- আপনাদের রুশি

একজন মহিলা মুজাহিদের ভাষণ

এমন একজন মহিলার বক্তব্য উল্লেখ করব, যাঁর সাহস, বুদ্ধিমত্তা শুধু প্রশংসাযোগ্যই নয়, অনুসরণযোগ্যও। শুধু নারীদের জন্যই নয়, পুরুষদের জন্যও রয়েছে এতে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। তৎকালীন তাতারি সরকারের শিকার এই মহিলা ছিলেন একজন জানবাজ মুজাহিদকন্যা। তাঁর সম্পর্কে তৎকালীন জনৈক মুজাহিদ নেতা হাতি বিন ইউসুফ বলেছিলেন, সূরাইয়া। ইসলামী বিশ্ব যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মতো মেয়ে জন্মাতে

থাকবে, ততদিন কোনো শক্তিই মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। প্রতিযুগে তোমাদের মতো একজন করে সূরাইয়ার প্রয়োজন।

এই নির্ভীক মুজাহিদ মহিলা প্রথমে নারীদের তারপর পুরুষদের উদ্দেশে যে ঈমানদীপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন, তা এখানে উল্লেখ করা হল।

নারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন-

'মুসলমান সন্তানদের মধ্যে আগেকার সে শৌর্য-বীর্য এখন অবশিষ্ট নেই। তাই তোমরা এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে পড়েছ। তোমাদের মধ্যে সোনালি যুগের মুজাহিদদের মতো শাহাদাত বরণের সে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর নেই। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি, সেই বীর নারীরা আজ কোথায়, যারা একদিন ভাইকে, স্বামীকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটতে দেখে তাঁবুর খুঁটি তুলে নিয়ে বলত, যদি তুমি কাপুরুষের পরিচয় দাও, তাহলে তোমার মস্তক এই লাঠির আঘাতে ভেঙে দেব।

'আমার বোনেরা। মনে রেখ, পতনমুখী জাতির শেষ অবলম্বন কওমের নারীরা। যতক্ষণ তোমাদের বুক ঈমানের নুরে দীপ্তিমান থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের পুত্রদের, স্বামীদের, ভাইদের দুনিয়ার কোনো শক্তি পরাজিত করতে পারবে না। যতক্ষণ কওমের ঈমানদার মায়েদের পবিত্র দুধ রক্ত হয়ে তাদের সন্তানদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকবে, ততক্ষণ তাদের মধ্যে শাহাদাতের গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জীবন্ত হয়ে থাকবে। আর যতক্ষণ ইসলামের বীর সন্তানদের মধ্যে জীবন্ত থাকবে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা, ততক্ষণ তারা যে কোনো বড় শত্রুর জন্য বয়ে আনবে মৃত্যুর পয়গাম।

'কওম যদি প্রাণহীন মুর্দাই হয়ে থাকে, তাহলে পুনরুজ্জীবিত করার মতো আবে হায়াত রয়েছে তোমাদের হাতে। কওম ঘুমন্ত থাকলে তোমরাই তাকে ঝাকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙাবে। তোমরা পুরুষদের পথের শিকল হয়ো না। স্বামীদের বল, তারা যুদ্ধের ময়দান হতে মাথা উঁচু করে ফিরে আসুক। তোমরা ঘরের মধ্যে তাদের ইজ্জত-আবরু হেফাজত করবে।'

'ভাইদের বল, তারা ময়দানে বুক পেতে দিয়ে তীরের আঘাত গ্রহণ করুক। তোমরা তাদের নিয়ে গর্ব করবে। পুত্রদের বলে দাও, ময়দানে যদি তারা কাপুরুষের পরিচয় দেয় আর পিছন থেকে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে তাহলে রোজ কিয়ামতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তোমরা আরজি পেশ করবে, যেন তিনি তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ না করেন। কারণ তারা তোমাদের দুধের মর্যাদা রক্ষা করে নি।'

পুরুষদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

'তাঁতারিদেরকে যারা ভয় করে তাদেরকে আমি ভাই মানতে রাজি নই। তাদেরকে বলে দিন, মুসলমান মায়ের দুধ পান করে বড় হয়েছে, এমন কোনো বালিকাও এ ধরনের কাপুরুষকে ভাই বলে স্বীকার করবে না। যদি তারা কর্তব্যপালনে অবহেলা করে, তাহলে আমরা হাতের কাঁকন খুলে তাদের পরিয়ে দেব এবং তাদের হাতের জংধরা তলোয়ার নিয়ে তাঁতারিদের সামনে দাঁড়াব। আমাদের ভালোবাসা ও আনুগত্য বাহাদুর সিপাহিদের জন্য, ভীরুদের জন্য নয়। তারা যদি আমাদের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দাদের কাতারে দাঁড়াবার আশা যেন না করে। সেদিন ইসলামের বীর নারীরা যদি কাউকে ভাই বলে স্বীকার করে, তাহলে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি হবেন মুহাম্মাদ বিন কাসিমের মতো মুজাহিদ, যিনি তাঁর কওমের একজন নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্য মাত্র সতের বছর বয়সে একটি বিশাল রাজ্য জয় করেছিলেন। সেদিন মুসলিম নারী নিজের কাপুরুষ স্বামীকে ভুলে শাহাদাতের খুনে রঙিন পোশাক পরিহিত অপর কোনো বোনের স্বামীকে নিয়ে গর্ব করবেন। মুসলমান মায়েরা সেদিন বলবেন, আমাদের সন্তান সেই কাপুরুষ মানুষ নয়, যারা দুশমনদের তলোয়ারের আঘাতে বুক পেতে দিতে পারে নি। আমাদের সন্তান সেইসব বীর মুজাহিদ, যাদের শৌর্য-সাহস মুসলিম নারীকে করেছে দুনিয়ার নারীসমাজের চোখে সম্মানিত। তারা যদি চান যে, আমরা তাদেরকে ভাই বলি, তাহলে সামনে আসতে হবে খুনরাঙা পোশাক পরে; দেহে যখমের দাগ নিয়ে।'

একদিন এই মুজাহিদ মহিলা শহরের উচ্চবিত্ত খানদানের মহিলাদের তাঁর বাড়িতে দাওয়াত দিলেন। তাদের সামনে তিনি তাতারি জুলুমের মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করে

তাদের আবেদন জানালেন, তারা যেন পুরুষদের গাফলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। অন্যথায়, নৃশংসতা ও বর্বরতার তুফান আশপাশের ইসলামী রাজ্যগুলোকে বরবাদ করে হিন্দুস্তানের দরজায় আঘাত হানবে। সম্মিলিত বিপদের মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রতিরোধের। সুরাইয়া তাদেরকে বুঝালেন, কওমের নারীরা কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিলে পুরুষদের মধ্যে কেউই গাদ্দারি করার সাহস করবে না। স্ত্রী স্বামীকে, বোন ভাইকে, আর মা তার সন্তানকে কওমের জন্য লড়াই করতে বাধ্য করতে পারে। পুরুষদের ঐক্য ও ত্যাগই কওমের স্ত্রী-কন্যাদের হেফাজতের জামিন হতে পারে। সূরাইয়া হিন্দুস্তানের অবস্থা বিশ্লেষণ করে তাদেরকে বোঝালেন যে, সুলতান ও ওমারাদের অনৈক্যের অবসান না হলে তাতারিদের প্ররোচনায় দেশের কোটি কোটি অমুসলিম মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

সূরাইয়ার মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে মহিলারা পুরুষদের বুঝিয়ে পথে আনার শপথ গ্রহণ করলেন। এ-সূচনা ছিল খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। এরপর প্রত্যেক সন্ধ্যায় কোনো না কোনো মহল্লায় মহিলাদের জলসা বসতে লাগল। আর বীরাঙ্গনা সুরাইয়া তাতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

আজ যখন দুনিয়ার তাবৎ কুফরি শক্তি সন্ত্রাস নির্মূলের অজুহাতে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করে মুসলমানদের নির্মূল করছে জঘন্য কৌশলে, তখন কি সূরাইয়ার মতো আমাদের মা-বোনেরা কর্মদীপ্ত হয়ে পুরুষদের গাফলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে না? মুসলিমদের মাঝে আজ সূরাইয়ার মতো বীর নারীদের বড় প্রয়োজন।

মা হিসেবে নারীর ভূমিকা

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা:

একজন নারী শুধু মা হিসেবে বাবার চেয়ে অধিকরেই বড় নন, অধিকার ও মর্যাদায় ও শ্রেষ্ঠ। জীবিত মা বাবার মধ্যে সেবা পাওয়ার অধিক হক্কদার মা। ইসলাম নারীকে মা হিসেবে এতো মর্যাদা দিয়েছে যে মায়ের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত সহজ হয়ে যায়। মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত এর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। মায়ের অবাধ্য হতে নিষেধ করা হয়েছে। মা কে কষ্ট দিয়ে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।
হাদীসে এসেছে,

"হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) বলেন,
আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সদ্ব্যবহার পেতে কে অধিক হক্কদার? তিনি বলেনঃ তোমার মা।
আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার মা।
আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার মা।
আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার পিতা, তারপর ক্রমান্বয়ে আত্মীয়ের সম্পর্কের নৈকট্যের ভিত্তিতে (দারিমী, তিরমিযী, হাকিম)।"

এই হাদীস দ্বারা রাসূল সাঃ স্পষ্ট করেন নারীর মর্যাদা। মা হিসেবে নারীর মর্যাদা অতুলনীয়। মা সন্তান কে গর্ভধারণ করেন অনেক কষ্ট অনেক ও যাতনা সয়ে। তারপর সন্তান জন্মের পর সন্তান কি দুগ্ধপান থেকে শুরু করে সন্তানের লালন পালন, সন্তানে অসুস্থতায় সেবা করা। সন্তান পালনে পিতার ভূমিকা অতুলনীয় হলেও একজন মা সন্তান লালন পালনে বাবার থেকে অনেক বেশি ভূমিকা রাখেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করলো। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের

প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পছন্দ করলো। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বললো, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহর নিকট তওবা করো এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভে যত্নবান হও। আতা (রহঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কিনা তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচারের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নাই (বাযযার)।

এ থেকে বোঝা যায় নারী হিসেবে মায়ের মর্যাদা অতুলনীয়। এই মর্যাদা ইসলাম কর্তৃক।

মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত। রাসুল (সা.) এক সাহাবিকে জিহাদে যাওয়ার পরিবর্তে মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকার পরামর্শ দেন।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,
একদিন মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা আসসালামি (রা.) রাসুল (সা.)- এর খেদমতে হাজির হয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি জিহাদ করতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী?' জবাবে রাসুল (সা.) বলেন, তোমার মা আছেন? তিনি বলেন, আছেন। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকো। কেননা, তার পায়ের নিচেই জান্নাত।' (সুনানে নাসায়ি: ৩১০৬)

অন্য এক হাদীসে,
আবু হুরাইরা (রা.) বলেন একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'সে দুর্ভাগা! সে দুর্ভাগা! সে দুর্ভাগা!' উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মাতাপিতা উভয়কে অথবা যেকোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।' (মুসলিম: ৬২৭৯)। অন্য আরেক হাদিসে মায়ের অবাধ্য হওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন: 'আল্লাহতায়ালা মায়ের অবাধ্য হওয়াকে তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।' (মুসলিম: ৪৫৮০)।

তাই আমাদের সর্বদা উচিত মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা। মা কে যথাযথ সম্মান করা। তার সকল আদেশ উপদেশ মেনে চলা। মায়ের সাথে উচ্চবাচ্য না করা। মহান আল্লাহ তায়ালা নারীকে মা হিসেবে যেই সম্মান দিয়েছে তা ভুলণ্ঠিত না করা। তার বার্ধক্যে তাকে এমন ভাবে সেবা করা ঠিক যেমন ভাবে এখন মা তার সন্তানকে লালন পালন করেছে।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আমাদের জন্য দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন, "রাব্বির হাম-হুমা কামা রাব্বা ইয়ানি ছাগিরা।"

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"হে আমার প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতার প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"[সূরা বনী ইসরাইল আয়াত:২৪]

সন্তান লালন-পালনে ও দ্বীনি শিক্ষায় নারীর ভূমিকা

সন্তানের লালন-পালন ও উত্তম চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। মায়ের কোল প্রতিটি সন্তানের প্রথম পাঠশালা। মায়ের কাছেই সন্তান গ্রহণ করে জীবনের প্রথম পাঠ। মায়ের ভাষাতেই ফোটে সন্তানের প্রথম কথা। মায়ের আচরণ থেকেই সে শিখে জীবন যাপনের নিয়ম। শৈশব-কৈশোরে সন্তানের মধ্যে যে স্বভাব-চরিত্র গড়ে উঠে, সেটাই তার জীবনের শেকড় ও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এরপর যখন সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, তখন কৈশোরে গড়া সেই ভিত্তিই তার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাই সন্তানের উষালগ্ন হতে যদি তাকে সঠিক তরবিয়ত দেয়া না হয়, উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-কায়দায় গড়ে তোলা না হয়, তাহলে পরে আর কোনো পন্থাই কার্যকর হয় না।

প্রতিটি মুসলিম পরিবারের জানা থাকা উচিত, আমাদের আসল পরিচয় আমরা মুসলমান। আমাদের মূল ঠিকানা ও আসল গন্তব্য পরকাল। সুতরাং পার্থিব চাহিদা, ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অভিলাষ এবং তথাকথিত আধুনিকতার স্রোতে আমরা যেন

আমাদের পরিচয় ভুলে না যাই। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতার আবশ্যিক কর্তব্য হবে তাদের সন্তানদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করা। তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার পরিচয় গেঁথে দেয়া। তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা। কারণ সন্তান হয়ত প্রত্যাশামত দুনিয়ার সব কিছুই পেল। ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের সব উপকরণই অর্জন করল। কিন্তু সে আল্লাহকে পেল না, পরকাল চিনল না, মনে রাখতে হবে সে কিছুই পেল না।

যে পিতামাতা তাদের সন্তানদের আখেরাত ধ্বংস করল, মুসলমান হয়েও সন্তানকে মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করার সুযোগ দিল না সেই মা-বাবা সন্তানের মৌলিক অধিকার রক্ষা করল না, তাদের আসল দায়িত্বই পালন করল না। তারা হলেন জালিম আর সন্তান হল মাজলুম।
জীবনী ও ইতিহাসগ্রন্থে আমাদের আকাবির-আসলাফের এমন হাজারো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে সন্তানকে জিহাদের ময়দানে এবং হিজরত ও দ্বীনের দাওয়াতে প্রেরণে আর দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করণে শুধু মায়েরাই বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এখানে সে রকম কয়েকটি ঘটনা পেশ করছি।

- উম্মে আনাস ইবনে মালেক রা. :

হযরত আনাস রা. বলেন, হযরত আবু তালহা রা. উম্মে সুলাইমকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। উম্মে সুলাইম বলেন, আমার ছেলে আনাস প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এবং ইলমের মজলিসগুলোতে না বসা পর্যন্ত আমি বিবাহ করবো না। হযরত আনাস রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা আমার আম্মাকে উত্তম বিনিময় দান করুন তিনি আমাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করেছেন। হযরত আনাস রা. ইলম শেখা আরম্ভ করার পর তিনি আবু তালহা রা.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।-তবাকাতে ইবনে সা'দ ৮ : ৩১১

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আনাস রা. যখন দশ বছর বয়সে উপনীত হলেন, তার আম্মা হযরত উম্মে সুলাইম তাকে নিয়ে রাসূলের দরবারে আগমন করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আমার ছেলে আনাস। আজ থেকে আপনার খেদমত

করবে। তখন থেকেই আনাস রা. নিয়মিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছেন এবং আল্লাহর রাসূলের খাদেম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

- উম্মে সুফিয়ান সাওরী :

হযরত ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রাহ. বলেন,সুফিয়ান সাওরীর আম্মা তার পুত্র সুফিয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, হে বৎস! তুমি ইলম অর্জন করো। আমি সুতাকাটার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পাব তা দিয়ে তোমার লালন-পালন ও ব্যয়ভার বহন করার জন্য যথেষ্ট হবো। হে আমার পুত্র ! তুমি দশটি হাদীস লেখার পর দেখ, তোমার মধ্যে জ্ঞানার্জনের চাহিদা, সহিষ্ণুতা, শিষ্টতা ও গাম্ভীর্য বেড়েছে কি না , তোমার মধ্যে যদি এ ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি না ঘটে, ইলমের চাহিদা বৃদ্ধি না পায়, তবে মনে রেখ এটা তোমার উপকার-অপকার, লাভ-ক্ষতি কিছুই করবে না।(-তারিখে আবুল কাসেম জুরজানী)

- উম্মে রবীআতুর রাঈ:

হযরত আদুল ওয়াহহাব ইবনে আতা রহ. বলেন, রবীআর পিতা আবু আবদুর রহমান-যার আসল নাম ফররুখ-বনু উমাইয়ার শাসনামলে একজন সৈনিক হিসেবে খোরাসানের যুদ্ধে যান। রবীআ তখন তার মায়ের গর্ভে ছিলেন। যাওয়ার সময় উম্মে রবীআর নিকট ত্রিশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) রেখে যান। সুদীর্ঘ সাতাশ বছর পর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। পিতা ফররুখ ঘরে প্রবেশ করলেন। এখানে পিতা-পুত্রের অপরিচিতিজনিত একটি সুন্দর ঘটনা আছে। এরপর পুত্র রবীআর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ-ই আমার ছেলে? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি স্ত্রীকে বললেন, যাওয়ার সময় তোমার কাছে যে সম্পদ (দীনার) রেখে গিয়েছিলাম সেগুলো বের করে দাও। স্ত্রী বললেন, এগুলো আমি সংরক্ষণ করেছি। এখনই তা জানতে পারবেন।
তারপর পুত্র রবীআ মসজিদে গমন করলেন। যথারীতি তার মজলিসে গিয়ে বসলেন। ইমাম মালেক, হাসান ইবনে যায়দ, ইবনু আবু আলী লাহাবী ও মদীনার অন্যান্য গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। উম্মে রবীআ স্বামীকে বললেন, যান, মসজিদে নববীতে গিয়ে নামায পড়ে আসেন। তিনি মসজিদে এসে নামায পড়লেন। অতঃপর লোকজনে ভরপুর মজলিসের দিকে তার নজর পড়লো। তিনি সেখানে গিয়ে বসলেন। তারা তার জন্য একটু জায়গা প্রশস্ত করে দিলেন। রবীআ এমনভাবে মাথানত করে রাখলেন, যেন

তিনি তাকে (পিতা) দেখেননি। তার দেহ চাদর আবৃত ছিলো। পিতা ফররুখ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, আল্লাহ তাআলা সন্তানকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

তারপর পিতা ঘরে ফিরে গেলেন এবং ছেলের মাকে বললেন, আজ তোমার ছেলেকে এমন অবস্থায় দেখতে পেলাম, যে অবস্থানে কোনো আলেম বা মুফতীকে দেখতে পাইনি। উত্তরে তার আম্মা বললেন, এবার বলুন, আপনার নিকট কোনটি বেশি প্রিয়- ত্রিশ হাজার দীনার, নাকি সন্তানের এই উচ্চ মর্যাদা। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! সন্তানের এই মর্যাদাই আমার কাছে প্রিয়। উম্মে রবীআ বললেন, আপনার রেখে যাওয়া সব দীনার তার জন্যই ব্যয় করেছি। পিতা বললেন,

আল্লাহর কসম! তুমি তা অনর্থক কাজে নষ্ট করনি।

- উম্মে মালেক ইবনে আনাস :

ইমাম মালেক রহ. তখন কিশোর। সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাই তার গান শেখার ইচ্ছে হল। মাকে গান শেখার কথা বললেন। তাঁর আম্মা তাকে বললেন যে, তুমি তো গায়কদের মতো সুন্দর নও। গায়ক যদি দেখতে সুন্দর না হয় তাহলে মানুষ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। সুতরাং তুমি গানের চিন্তা বাদ দিয়ে ফিকহ অর্জন কর। ইমাম মালেক রহ. বলেন, তখন আমি গায়কদের পরিত্যাগ করে ফুকাহাদের অনুসরণ করলাম। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে কোন অবস্থানে পৌঁছিয়েছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মা তার মাথায় টুপি পরিয়ে দিলেন এবং তার উপর ধবধবে সাদা একটি পাগড়ী বেঁধে দিয়ে বললেন, যাও! এখন তুমি রবীআতুর রাঈ-এর মজলিসে গিয়ে বস। তার নিকট থেকে ইলম শেখার পূর্বে আদব শেখ। ইমাম মালেক তার সান্নিধ্যে থেকে ফিকহ ও হাদীস অর্জন করেন। তিনি বলতেন, রবীআর মৃত্যুর পর থেকে ফিকহের স্বাদ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

-(তারতীবুল মাদারিক ১/১১৯;)

সন্তানের লালন-পালন, উত্তম চরিত্র গঠনে ও দ্বীনি শিক্ষায় দীক্ষিত করতে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম।

নারীর জিহাদ

কুরআনের আলোকে জিহাদ :

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

অর্থ- 'কিতালকে তোমাদের উপর অবধারিত করা হল যদিও তা তোমাদের মনঃপূত নয়।'
(-সূরা বাকারা-২১৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ- 'আর তোমরা তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা অনুধাবন কর।'
(-সূরা তাওবা: ৪১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

অর্থ- 'তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে।
(-সূরা তাওবা: ২৯)

হাদীসের আলোকে জিহাদ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاهِدُوا

الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

অর্থ- হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা তোমাদের জান, মাল ও জিহ্বার মাধ্যমে জিহাদ কর।

-আবু দাউদ, ২৫০৬

হাদিস ও ইতিহাসের আলোকে:

নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত আহকাম নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিহাদের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এ সমস্ত হাদীস আমাদেরকে মুসলিম নারীর জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দেয়। অতীতের মুসলিম নারীর ভূমিকা ও সমকালীন প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারীর করণীয় সম্পর্কে কোনো পার্থক্য ও বেশ-কম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন নি। এ- সম্পর্কিত প্রত্যেকটি হাদীস তার কার্যকারণ ব্যতিরেকেই বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ত হাদীসের নির্যাস মুসলিম নারীকে সশরীরে জিহাদে বের যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে। তবে তাদের জিহাদের রূপ, প্রকৃতি ও অবস্থা বিভিন্ন হতে পারে, যেমন জখমিদের সেবা, তাদের ব্যান্ডেজ লাগানো, পানি সরবরাহ করা ও খানা পাকানো ইত্যাদি কাজ আনজাম দিয়ে তারা পুরুষ মুজাহিদদের সহযোগিতা করতে পারে। এগুলোও জিহাদের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। অপর দিকে মুসলিম নারীর সরাসরি কিতালে অংশ নেওয়া সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক যে সমস্ত হাদীস রয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসবে। প্রথমে নেতিবাচক এবং পরে ইতিবাচক হাদীস বর্ণনা করা হবে, যাতে তার উত্তর বোঝা সহজ হয়।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ الرُّبَيعِ بِنْتِ مُعَوَدٍ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى المَدِينَةِ

অর্থ- হযরত বুবায়্যি বিনতে মুয়াওয়্যিজ রাযি. বলেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। জখমিদের পানি পান করাতাম ও তাদের চিকিৎসা করতাম, আর শহীদদের লাশ মদীনায় বয়ে নিয়ে আসতাম।

-সহীহ বুখারী-২৮৮২

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ المَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحى.

অর্থ- হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে যাওয়ার সময় হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. কিছু আনসারি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তারা পানি পান করাত এবং জখমিদের শুশ্রুষার কাজে নিয়োজিত থাকত।

-মুসলিম শরীফ, ৪৭৮৫

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَذَا، فَيَسْقِينَ المَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحى.

অর্থ- হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে যাওয়ার সময় হযরত উম্মে সুলাইম রাযি, কিছু আনসারি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তারা পানি পান করাত এবং জখমিদের শুশ্রুষার কাজে নিয়োজিত থাকত।

-মুসলিম শরীফ, ৪৭৮৫

عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى المَرْضى.

অর্থ- হযরত উম্মে আতিয়া আনসারিয়্যাহ রাযি. বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাদের পিছনভাগে থাকতাম। আমি তাদের জন্য খানা তৈরি করতাম এবং আহত মুজাহিদদের জখমে ব্যান্ডেজ লাগাতাম। অসুস্থদের শুশ্রূষা করতাম। (-মুসলিম শরীফ, ৪৭৯৩)

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, মহিলাদের উপর কিতাল ফরজ নয়। তদ্রূপ আরও কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রাথমিকভাবে মহিলাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব নয়। এ-কারণেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কিছু সময়ে মহিলাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি দেন নি।

সামনে এই হাদীস দুটোর সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। ইবনে বাত্তাল বলেন, আয়েশা রাযি.-এর এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব নয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তারা নফল হিসাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

-ফাতহুল বারী ৬/৮৭ (২৮৭৫)

জিহাদ সম্পর্কিত হযরত আয়েশা রাযি.-এর অন্য একটি হাদীস,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْلِي، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ.

অর্থ- হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফরে যেতে মনস্থ করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারি দিতেন। লটারিতে যাঁর নাম আসত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে যাওয়ার সৌভাগ্য তাঁরই হত। এমনি এক যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নিয়মমাফিক লটারি দিলে তাতে আমার নাম এলে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে বের হলাম। এটা পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা।
-সহীহ বুখারী, ২৮৭৯

عن انس بن مالك رض قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما المشهرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم ، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم.

অর্থ- হযরত আনাস বিন মালিক রাযি. বলেন, অহুদের যুদ্ধে যখন সাহাবাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর ও হযরত উম্মে সুলাইমকে দ্রুত চলতে দেখলাম। দেখলাম, তাঁরা নিজ কাঁধে করে পানি বয়ে এনে জখমি সাহাবীদের মুখে তুলে ধরছে। পানি শেষ হয়ে গেলে এভাবে পুনরায় পানি এনে জখমি সাহাবাদের পানি পান করাচ্ছে।
-সহীহ বুখারী, ২৮৮০

প্রথম দিককার হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণ হয়েছিল যে, নারীগণ জিহাদে যেতেন না। কিন্তু পরবর্তী হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেল যে, মহিলাগণ যুদ্ধে বের হতেন তবে অস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না বরং ওষুধ-পথ্য সরবরাহ ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকতেন।

আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. মদীনায় মহিলাদের মাঝে কিছু পরিধেয় বস্ত্র বণ্টন করছিলেন। সবশেষে একটি উন্নতমানের পোশাক রয়ে গেল। উপস্থিত লোকেদের মধ্য হতে একজন বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! এই পোশাকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৌত্রিকে দেওয়া হোক, যিনি আপনার নিকটেই আছেন। অর্থাৎ উম্মে কুলসুম বিনতে আলী রাযি.। হযরত ওমর রাযি. বললেন, উম্মে সুলাইত এর অধিকতর হকদার। কেননা উম্মে সুলাইত আনসারি মহিলাদের এমন একজন, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ

করেছিলেন। হযরত ওমর রাযি. বললেন, অহুদের দিন তিনিই আমাদের নিকটবর্তী ছিলেন। সুতরাং এই পোশাকের যথাযথ হকদার তিনি।
-সহীহ বুখারী, ৪০৭১

হযরত ওমর রাযি. উম্মে সুলাইতকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার সুবাদে তাঁকে অধিকতর হকদার বলে ঘোষণা দিলেন।

মালের মাধ্যমে নারীর জিহাদ:

বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করা মুস্তাহাব। ইসলামের এমন কিছু আরকান রয়েছে যা মালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার উপকারিতা, আজর ও সাওয়াবের ব্যাপারে বহু রিওয়ায়েত এসেছে। কিয়ামতের ময়দানে তাদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আর জিহাদ বিল মাল। এ-ব্যাপারে কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে। সেনা পরিচালনায়, তাদের খাদ্য পানীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করা ও অস্ত্রের জন্য অর্থ অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু। মানবসম্প্রদায় তাদের সাধারণ কাজও অর্থ ব্যতীত সম্পাদন করতে পারে না। তাহলে যুদ্ধের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থ ব্যতীত কিভাবে সম্ভব? জিহাদের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অর্থ প্রয়োজন। তাছাড়া আধুনিক যুগে আধুনিক অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ-জিহাদ কল্পনা করা যায় না। আর এই অস্ত্রের জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদের। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, বিশ্বে তারাই সবচেয়ে শক্তিশালী যাদের সম্পদ বা অর্থের যোগান বেশি রয়েছে। আর অর্থের মাধ্যমে নারীর জিহাদ ইসলামে জিহাদের একটি রূপ। কুরআনে জিহাদ বিন নফস ও জিহাদ বিল মালকে অধিকাংশ জায়গায় একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ, জান-মাল দিয়ে তোমরা জিহাদ কর। এখানে উভয়টি দিয়েই জিহাদের নির্দেশ করা হচ্ছে। الأمر يفيد الوجوب مالم يقم دليل على خلافه আদেশসূচক ক্রিয়া ওয়াজিব করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানে নারীগণ পুরুষদের মতো ইসলামের নীতিমালায় সাধারণ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মাল ও নফস উভয়টি দ্বারা জিহাদ। অন্য রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাথমিকভাবে নারীর উপর মুখোমুখি জিহাদ ফরজ নয়। তবে জিহাদ সাধারণ অর্থে তাদের উপর ওয়াজিব। শুধু কিতাল থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হবে; তাও মুখোমুখি লড়াইয়ে। পরিস্থিতি যদি মুখোমুখি

যুদ্ধের না-হয় তাহলে নারীদেরকেও এ- থেকে পৃথক করা যাবে না। নারীদের মুখোমুখি লড়াই হতে এ-কারণে দূরে রাখা হচ্ছে যে, তারা কোমলমতী। কিন্তু জিহাদ বিল মালের জন্য কঠিনপ্রাণ বা লৌহমানব হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং কোমলতা দানের ক্ষেত্রে প্রভাব বেশি রাখাই যুক্তিযুক্ত। আয়াতে নফস ও মাল উভয়টির সমন্বয়ে জিহাদের নির্দেশ পাওয়া যায়। যেমন হজ সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا আর সামর্থ মাল ও শারীরিক উভয়টির সমন্বয়ে হয়ে থাকে। তদ্রুপ কিতালের ক্ষেত্রে (মাল ও শারীরিক) সামর্থবান ব্যক্তির উপর তা ফরজ হবে। তবে কোনো কারণে যদি জিহাদে সরাসরি অংশ নিতে না পারে, তাহলে অবশ্যই মাল দিয়ে সহায়তা করতে হবে যদি সামর্থবান হয়।

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম বলেন, জিহাদ বিল মাল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দুই ধরনের উক্তি রয়েছে। তবে সঠিক কথা হল তা ওয়াজিব। কেননা কুরআনুল করীমে জিহাদ বিল মাল ও নফস উভয়টি সমভাবে এসেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

অর্থ- আর তোমরা প্রস্তুত কর তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোনো হক অপূর্ণ থাকবে না।
-সূরা আনফাল: ৬০

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নর-নারীকে শত্রু থেকে প্রতিরক্ষার নির্দেশ দিচ্ছেন। এখানে ৮,১ কে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, যা সর্বসাধারণকে বোঝানোর লক্ষে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম, নারী হোক বা পুরুষ, যে কোনো অবস্থাতেই থাকুক না

কেন। পুনরায় ومن رباط الخيل এর মাধ্যমে এক বিশেষ শক্তি গ্রহণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ঘোড় দৌড় তখনকার যুগে বিশেষ যুদ্ধাবস্থায় জন্য ব্যবহৃত হত। এদ্দ্বারা বোঝা যায় যুগের চাহিদা অনুযায়ী অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেওয়া, মুসলিমজাতির নৈতিক দায়িত্ব। মুসলিম ধনাঢ্য মহিলা তার মাল জিহাদে খরচ ও বাহিনী প্রস্তুতকরণের সামর্থ্য রাখে। আরবীতে যাকে بالال ও বলা হয়। তাই এটা তার উপর ওয়াজিব হবে। ১৬)বা যুদ্ধনীতি প্রণয়ন ও প্রস্তুতিগ্রহণ। এটি একটি মৌলিক শব্দ। এর অনেক অর্থ হতে পারে। প্রস্তুতিকরণ সরাসরিও হতে পারে আবার গোপনেও হতে পারে। সামরিক, সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, সব ধরনের হতে পারে। যার যে অবস্থায় যেটি সম্ভব তাকে দিয়েই এই জিহাদি কাজ আনজাম দিতে হবে।

আল কুরআন সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে জিহাদ ও কিতালের দিকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করছে। দুর্বল লোকেদের মুক্তির জন্য। তাদের শত্রুদের অপমানজনক ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে উদ্ধার করার জন্য। আর এটা সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমেও হতে পারে অথবা দুর্বল জনগোষ্ঠিকে মাল দিয়ে সহায়তা করেও হতে পারে। ইবনুল আরাবী বলেছেন, উদ্ধারের জন্য কিতাল ওয়াজিব। যদিও তাতে জানের ক্ষতি হয়। আর তাদের সাহায্যে মাল খরচ করাও ওয়াজিব।
ইমাম মালিক রহ, বলেছেন, তাদের উদ্ধারার্থে প্রয়োজনে সমস্ত সম্পদ উজার করে দেওয়া ওয়াজিব।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْر.... ُ

অর্থ- আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে নি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই। আর দীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।
-সূরা আনফাল, আয়াত ৭২

হাদীস শরীফে এসেছে,

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে যুদ্ধরত মুজাহিদকে জিহাদি সরঞ্জাম দিয়ে প্রস্তুত করল, প্রকৃতপক্ষে সেও জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি বিশেষ কল্যাণার্থে মুজাহিদকে জিহাদ থেকে পিছনে হটিয়ে রাখল সেও জিহাদের সাওয়াব পাবে।

-সহীহ বুখারী, ২৮৪৩

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের কয়েকটি ধরন বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ যে যুদ্ধস্থলে অংশগ্রহণ করল, অথবা মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তা করল বা মুজাহিদদের দেখাশোনা করল তারা সবাই জিহাদের সাওয়াব পাবে। মোটকথা জিহাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন প্রত্যেকেই জিহাদের সাওয়াব পাবে, চাই তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপনে।

যুদ্ধের সরঞ্জামাদি তথা হাতিয়ার, বাহন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় খাতে মাল ব্যয় করা অথবা মুজাহিদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মাল খরচ করা।

অন্য মুজাহিদদের জন্য মাল খরচ করা। অথবা তাকে প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী দিয়ে সহায়তা করা।

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থ- আর তোমরা তাকওয়া ও সৎকাজে একে অপরকে সাহায্য- সহযোগিতা কর। অপরাধমূলক কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না।
-সূরা মায়েদা : ২

সারকথা, প্রত্যেক ধনাঢ্য নারীর উপর জিহাদ বিল মাল ওয়াজিব। ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাল দিয়ে নারীকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নারীর উপর জিহাদ বিন নফস ওয়াজিব নয়। কিন্তু জিহাদ বিল মাল সর্বাবস্থায় তার উপর ওয়াজিব। মনে রাখতে হবে জিহাদের সাধারণ অর্থে নফস ও মাল নারীর উপর ওয়াজিব।

নারীর ভাষার জিহাদ:

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মুমিনগণের কর্ম-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

অর্থ- মুমিনগণ একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকর্মের আদেশ করে, অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করে, নামায আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের আনুগত্য করে।

-সূরা তাওবা: ৭১

নারী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্ক, ঈমানি দায়িত্ব ও জীবন বৈশিষ্ট্যের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিধৃত হয়েছে এই আয়াতে। বর্ণনাভঙ্গি যেমন সাবলীল, ভাষাও তেমন সরল ও প্রাঞ্জল। নারী-পুরুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল, পরস্পর বন্ধু। জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী ঠিকানা পৃথিবীকে বন্ধুত্ব বিশ্বস্ততায় গড়ে তুলতে হলে প্রধানত যে কাজটি করতে হবে তা হল, ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। তারপর সাধ্যমতো চারপাশকে গড়ে তুলতে হবে সেই বিশ্বাসের আলোয়। গড়া ও নির্মাণের এই মহতি প্রাঙ্গণে নর নারীর বন্ধু। যেভাবে সংসারে তারা জীবনবন্ধু, বন্ধুত্বের বিস্তীর্ণ ভুবনে পরস্পরে পাশাপাশি থাকবে, নামায-রোযা, হজ-যাকাত, খোদাভীতি ও নবীপ্রেমে ক্রমাগত এগিয়ে যাবে ফুলছন্দে। পাপকে পাপ, পুণ্যকে পুণ্য বলার ক্ষেত্রেও তারা সরে দাঁড়াবে না। পৃথক হবে না ঈমানি ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতার আসন থেকে। পাক কুরআনে এ কথাই বলা হয়েছে। সত্যের প্রচার ও জয়ের উপরই যেহেতু পৃথিবীবাসীর শান্তি-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তাই সত্যনিষ্ঠ করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যায়-অপরাধ হল সভ্যতার গায়ে এক জঘন্য ঘা। পৃথিবীর ঊর্বর কোমল বদনে পাপ হল এক ভয়ানক ক্যান্সার, যার শেষ পরিণতি অধঃপতন, ধ্বংস। তাই পৃথিবীর পিঠে থাকতে হলে সুস্থ-সুন্দর সবল পৃথিবীর আশা করলে, পৃথিবীকে মিথ্যা, অপরাধ ও অন্যায় থেকে মুক্ত রাখতে হবে। পাপ পুরুষও করে, নারীও করে। দুয়ে মিলেও করে। পাপের আয়োজন পুরুষ করে, নারী তাতে ঘি দেয়। আবার নারী থাকে আয়োজনে, পুরুষ সঙ্গে তাল মেলায়।

প্রতিদিন বিভিন্ন দেশের এই অভিন্ন বাস্তবতা এ কথাই বলে, সত্যের মুখাপেক্ষী যেমন পুরুষ, তেমন নারীও। বিশ্বময় অথৈ পাপের লোনা দরিয়ায় ভাসছে নর, ভাসছে নারী।

মানুষের অভিজ্ঞতার একটি বড় অর্জন হল কাউকে কোনো বিষয়ে দাওয়াত দিতে হলে প্রথমে তাকে বুঝতে হবে। মেজাজ, রুচি, সখ, স্বভাব, যোগ্যতা ও আকর্ষণকে সামনে রেখে যোগ্যতার যুক্তিতে কথা বলতে হয়। তবেই সে সহজে বুঝে আগ্রহী হয়, ঝুঁকে পড়ে এবং বশ মানে। নারী-পুরুষের পছন্দের পার্থক্য, রুচি, চিন্তা ও আগ্রহের ব্যবধান আর যোগ্যতার ফারাক কত বিশাল ও গভীর তা নাকি এখনো মনোবিজ্ঞানীরা স্পর্শ করতে পারে নি। হিমালয় জয় করা সহজ, নারীর মনের দুয়ার খোলা সহজ নয়। তবে এও সত্য যে, হাজার বছরের সাধনায় যে নারীর মনের কথা জানতে পারে নি, একই মেরুর আরেক রমণী অনায়াসে চোখের তারায় দিব্যি পড়ে যান সেই রমণীর দুর্ভেধ্য অন্তরের লেখা, সাধের গুপ্ত লিপিকা।

আর এ কারণেই নর যখন নরের দুয়ারে দাঁড়াবে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার পায়ে ভর করে, নারীও তখন অন্য নারীকে আলোর পথে আহ্বান করবে। দিবসব্যাপী দুর্দান্ত প্রতাপের সঙ্গে সমাজে নেতৃত্ব দিয়ে অলস শরীরে ঘরে ফিরে পুরুষ নারীর কোমল পরশে এসে কি মোমের মতো গলে যায় না? সত্য কথা এই যে, পুরুষের সামনে যে কথা বলতে পারি নি, সেই জরুরি সত্য কথাটি তো জীবনসঙ্গিনীকেই বলতে হবে। ছেলেমেয়েদের সামনে খেলার পুতুলের মতো নুইয়ে পড়েন যে মান্যবর পিতা তাকে নামাযের কথা, রোযার কথা, সময় থাকতে হজের কথা তো আদরের দুলালিকেই বলতে হয়। পর তো পরই, স্ত্রীর কথায় জ্বলে ওঠে এমন অনেকেইও তো বোনের কাছে যেন কাঁচের পুতুল। ধনবান এই ভাইকে তো বোনই বলতে পারে, যদি হজ না করেন তাহলে আমাকে আর নিতে আসবেন না।

জগতে একজন পুরুষের আত্মীয়তার যতো দিক আছে ঠিক ততটি ক্ষেত্রই ছড়িয়ে আছে নারীর আত্মীয়তার। একজন পুরুষের যেমন ভাই থাকে, বোন থাকে, মা-বাবা থাকে, থাকে সন্তানসন্ততি ও শ্বশুড়ালয়ের আত্মীয়স্বজনেরা।

তাই যাদের সঙ্গে রক্তের বন্ধন আছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, মমতা, হৃদ্যতা ও শুভ কামনার প্রেরণা আছে, প্রাণের টানেই তো তাকে তার উভয় জাহানের কল্যাণ ও সাফল্যের কথা বলতে হবে। এই তো দাওয়াত, ভাষার জিহাদ।

তাই একজন চিন্তাশীল দরদি নারী চাইলে তার পুরো সংসারটাকেই শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি দাওয়াতপত্রে রূপান্তরিত করতে পারেন। যে হাত দিয়ে এতোদিন নারীর হৃদয়জাত সৌকর্য মিলিয়ে এঁকেছে ব্যাঙের ছবি, মানুষের বিকৃত মুখ, সবটুকু মাধুর্য ঢেলে দিয়ে সে চাইলেই আঁকতে পারে বিচিত্র রঙের নন্দিত শিল্পে সারাজাহানের পালনেওয়ালার নাম- আল্লাহ।

যে পাপের তাপে জ্বলছে সমাজ, দেশ, মানুষ, সে পাপের রগরগা বিবরণে ঠাসা কলঙ্কিত উপন্যাস দিয়ে সাজানো হয়েছে 'রিডিং রুম'। তাতে যে বসবে হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে 'পাপগ্রন্থ'। সর্বনাশা এই আয়োজন তো নারী বদলাতে পারে। সাজাতে পারে খোদার কালাম, কালামের দেশী বিদেশী তাফসির, নবীর বাণী-ব্যাখ্যাসহ বহুখণ্ডে প্রকাশিত হাদীসগ্রন্থ দিয়ে; নবী- রাসুলের জীবন শিক্ষা, আউলিয়া কিরামের সোনালি ইতিহাস, মানবজীবনের স্বার্থক দিক-নির্দেশনা দিয়ে ইসলামী আইন দর্শন আদর্শভিত্তিক গ্রন্থাবলী দিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন পাঠাগার সাজাতে।

একজন আদর্শ নারী চাইলেই তার সন্তানকে ইসলামী শিষ্টাচার বিধৌত আচরণ, বিনীত কথাবার্তা, মার্জিত জীবনবোধের অপার্থিব রসে গড়ে তুলতে পারে সুন্দর করে। সরল সুন্দর দীনী লেবাসে সাজিয়ে সপ্তাহের সেরা দিনটিতে স্বামী-সন্তান যখন মসজিদে পাঠাবেন তখন পিতা-পুত্রের এই শিল্পসুন্দর দীনী পোশাক, কারুকার্যময় জায়নামায, মূল্যবান তাসবিহ, আনতদৃষ্টি, বিনম্র পথ চলা নিশ্চয় স্বচ্ছ হৃদয়ের যে কোনো দর্শককে আলোড়িত করবে, ভিতরে শক্ত করে নাড়া দেবে। ভাবিয়ে তুলবে আমি কি এমন হতে পারি না এবং আমার সন্তান।

নবীর যুগে নারী সাহাবীগণ আমাদের নারীদের জন্য রেখে গেছেন উত্তম দৃষ্টান্ত, উত্তম আদর্শ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এসব বীর নারীর সাহসী জীবনকথা আমরা ভুলে গিয়েছি।

নারীর শাহাদাত :

নারী যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা যুদ্ধের কারণে কতল হয় তা হলে সে শহীদ। শহীদের পূর্ণ সাওয়াব তার অর্জিত হবে। একজন পুরুষ শহীদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করা হয় তার সঙ্গেও সেরূপ আচরণ করা হবে। শহীদের বিধান ও মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্ত আয়াত ও হাদীস নারীপুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য। তবে নাপাক অবস্থায় নারী শহীদের গোসল সম্পর্কে কিছু মাজহাবী মতানৈক্য রয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হল।

হানাফী মাযহাব অনুসারে, শহীদ ওই ব্যক্তিকে বলা হবে কাফেরেরা যাকে কতল করবে অথবা যুদ্ধের ময়দানে নিহত অবস্থায় পাওয়া যাবে এবং তার শরীরে জখমের প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য চিহ্ন পাওয়া যাবে

পুরুষদের জিহাদে নারীর ভূমিকা

মুমিন নারীর উচিত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা এবং স্বামীদেরকে নেক কাজে উৎসাহিত করা। যখন তাকে আল্লাহর পথে ডাকা হয়, তখন কোমল কণ্ঠে উদ্বুদ্ধ করা, তাকে তাগিদ দেওয়া। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাদের তাকদিরে সবকিছু পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে পেরেশান হওয়ার কোনও কারণ নেই। এতে তারা সজাগ হবে। এটা কি আমাদের জন্য গর্বের বিষয় নয় যে, আমাদের স্বামী একজন শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে? তারচেয়ে বড় কথা; আমরা কি জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পেতে চাই না?

এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ে মুসলিম উম্মাহ খুব বেশি দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমাদের শত্রুকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ইউরেনিয়ামের কারণে ইরাকী উম্মাহ ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে। সে দেশে ক্যান্সার দশগুণ হারে বাড়ছে। মুমূর্ষু রোগীর রোগ নিরাময়ের জন্য ব্রিটেন-আমেরিকা কর্তৃক আরোপিত অবরোধের কারণে প্রয়োজনীয় অষুধ সেখানে অপ্রতুল। অবরোধের কারণে এক মিলিয়নেরও বেশি লোক, যার অর্ধেক নিষ্পাপ শিশু, অপুষ্টি ও এতৎসংক্রান্ত রোগে মারা গেছে। এই নীরব মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ নেই। প্রতি ছয় মিনিটে সে দেশে একজন শিশু মারা যাচ্ছে। আর এর জন্য আমরা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার দরবারে জিজ্ঞাসিত হব যে, আমরা আমাদের ভাই- বোনদের সাহায্যে কী

করেছি? শুধু আমাদের জন্য যদি তারা এ রকম বীভৎস পথে মারা যায়, তাহলে কি আমরা আমাদের উম্মাহর এ ধরনের উদাসীনতার জন্য আক্ষেপ করব না? তাহলে আমাদের কি উচিত নয়, আমরা নিজেদের যেভাবে ভালোবাসি সেভাবে ঐসব ভাই-বোনকে ভালোবাসা?

যখন নব্য ক্রুসেডাররা আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করল তখন তারা নির্বিচারে তাদের উপর ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করল। আর সমগ্রউম্মাহ তা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল। তথাকথিত এই ভয়ঙ্কর বোমার ক্ষমতা সম্পর্কে ১৫ বছরের একটি বালক তার দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে এভাবে,

সেদিন ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। আমার আম্মা সবেমাত্র দুপুরের খানার জন্য ডাকছিলেন। পরবর্তী যে শব্দ আমার কানে এল, তা হল আকাশে শত্রুর বিমান আক্রমণের শব্দ। আমি তাড়াতাড়ি গোপন আশ্রয়ে প্রবেশ করলাম। কিন্তু আমি যখন বের হয়ে এলাম, দেখলাম, আমার আম্মা-আব্বা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। আমার ছোট্ট বোনের শরীরে লোহার টুকরো আঘাত করেছে। তার হাতের খেলনাটিও এর থেকে রেহাই পায় নি। আমাদের পথ-ঘাট গর্ত হয়ে গিয়েছে। বিস্ফোরিত ক্লাস্টার বোমা ছোট্ট-ছোট্ট লৌহশলাকার মতো ছিটানো রয়েছে।

এ টুকরোগুলো যেসব ছেলেমেয়ের শরীরে প্রবেশ করে দীর্ঘদিন তার শরীরের ভিতরে এগুলোর দংশন অব্যাহত থাকে। ফলে তার দেহের ভিতরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে, যার কারণে সে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করে।

সুতরাং আমাদের স্বামীদের আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা উচিত। তাহলে হয়তো এ রকম ঘটনার মুখোমুখি হওয়া থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারব। আমেরিকার ঘটনায় প্রমাণিত হয় পরিস্থিতি কত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। আমরা কি জানি না যে, আমাদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা অনেক পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। যখন আমরা মাতৃগর্ভে ছিলাম, তখনই তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাহলে কেন আমরা আমাদের স্বামীদের হারানোর ভয়ে ভীত হব? যদি তাদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়,

তাহলে তারা যে কোনোভাবেই হোক মারা যাবে। যদিও তারা জিহাদ থেকে দূরে থাকে। আমাদের স্বামীরা মারা গেলে কি আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতিপালন করবেন না।

সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে আছে-

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوح.َ

অর্থ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সমগ্র সৃষ্টিকূলের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী এবং যাঁর সত্যবাদিতা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, তিনি বলেন, মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন পর তা মাংসপিণ্ডে রূপ নেয়। তারপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ফিরিশতা প্রেরিত হয়। এ সময়ই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেন। ১. তার বয়স কত হবে। ২. সে কী পরিমাণ রিজিক পাবে। ৩. সে কী কী কাজ করবে। ৪. তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য হওয়ার বিষয়। অতঃপর তার মাঝে রূহ ফুঁকে দেন। -সহীহ বুখারী, ৭৪৫৪

সুতরাং আল্লাহ তায়লার প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে হবে। তাঁর ফায়সালাকে সবর ও বিনয়ের সঙ্গে কবুল করতে হবে। আমরা মেয়েরা যদি আমাদের স্বামীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে জিহাদে পাঠাই তাহলে তো তাদেরকে হারাচ্ছি না বরং হয়তো তাদেরকে শহীদ হিসেবে পাব, অন্যথায় আমরাও সন্ত্রাসীদের সহজ শিকারে পরিণত হব। সেদিন তারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। শেষ বিচারের দিন একজন শহীদ তার পরিবারের সত্তরজনের জন্য শাফায়াত করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা এই সত্তরজনের জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আর আমরা তো এ-কথা জানি, যদি আমরা আমাদের স্বামীদের জিহাদের ব্যাপারে উৎসাহিত করি, তাহলে নিজেরা জিহাদ করার সমান সাওয়াব পাব?

ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইয়েরা জুলুম নির্যাতন আর হত্যার বেড়াজালে বন্দি। এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। আর এ অবস্থায়ও মুসলমানদের বলতে শোনা যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যুদ্ধ করার জন্য ফিরিশতা পাঠাবেন। অথচ এটা একদম ভিত্তিহীন কথা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেই যুদ্ধের আদেশ করেছেন। যখন আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব শুধু তখনই আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্যে ফিরিশতা পাঠাবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যুদ্ধ করতে আসবেন না। বরং আমাদের উচিত তাঁর হুকুম পালন করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

অর্থ- আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।

-সূরা রাদ: **১১**

একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর তুলনায় অন্য কেউ বেশি উৎসাহ দিতে পারে না, যা অনেক সময় সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না। আমরা আমাদের স্বামী ও অন্যদের জন্য মঙ্গলের কারণ হতে পারি, নয়তো কারণ হতে পারি দুঃখ-দুর্দশার।

যুগে-যুগে মুসলিম নারীগণ তাদের রক্ত সিঞ্চন করে ইসলামী বাগিচাকে প্রস্ফুটিত করে রেখেছে। ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। দিশারিরূপে কিয়ামত পর্যন্ত তা আগত মা-বোনদের পথ দেখাবে। ইসলামের এই দুর্দিনে প্রয়োজন প্রত্যেক নর-নারীর বুকের তাজা রক্ত। উম্মে হারাম, উম্মে সুলাইত, সুমাইয়াসহ ইতিহাসের গৌরবময় সেই কালজয়ী মর্দে মুজাহিদদের জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা আপনাদের রেখে যাওয়া ইসলামের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করতে বিলিয়ে দেব আমাদের সবার প্রাণ। তাদের প্রতি ফোঁটা রক্তের বিনিময়ে আমাদের এক-একটি জান উৎসর্গ করে দেব আল্লাহর পথে।

নারীদের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী বীরগণ

উমর বিন খাত্তাব (রা.) তাঁর বোন ফাতিমার হাতে তিনি ইসলামের প্রথম সবক পান। উমরের বোন ফাতিমা তাঁর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন উমর শুনলেন তাঁর বোন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তিনি ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে ফাতিমার গালে চড় মেরে তাঁর রক্ত ঝরিয়েছেন। তখন বোন ফাতিমা তাঁকে বললেন, 'উমর, তোমার দ্বীনের সত্যতা নেই, সত্য দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।...' উমর একটু পরই ছুটলেন আল্লাহর রাসুলের কাছে নিজের ইসলামের ঘোষণা দেওয়ার জন্য।

আবু তালহা তখনও মুসলিম হননি। তিনি মুসলিম নারী উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি বললেন, 'আবু তালহা, তুমি কি দেখো না তুমি যে খোদার ইবাদত করো, মাটি থেকে কোনো মানুষই তাকে বানিয়েছে?!'

আবু তালহা। হ্যাঁ।

উম্মে সুলাইম: একটা গাছের ইবাদত করতে তোমার বাধে না? ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আমি তোমার মোহর কবুল করব না!

আবু তালহা: আমাকে কিছুটা সময় দাও, আমি ভেবে দেখি।

আবু তালহা চলে গেলেন। এরপর ফিরে এসে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।'

উম্মে সুলাইম ছিলেন আবু তালহার ইসলাম গ্রহণের কারণ।

আল্লাহর পথে আহ্বানকারী নারীগণ

উম্মে শুরাইক কুরাইশি আমিরি নারীদের কাছে গিয়ে তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন। ইসলামের প্রতি তাদের আগ্রহী করে তুলতেন। একসময় মক্কাবাসী তার এ গোপন দাওয়াতি কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারল। তারা উম্মে শুরাইককে বেঁধে নির্যাতন করতে লাগল, সে ছিল এক কঠিন নির্যাতন।

সামুরা বিন নুহাইকের কন্যা নারীদের শিক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিলেন।। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে বেশ তৎপর থাকতেন।

এরপর খাওলা বিনতে মালিক(রা.)-এর কথা। একদিন উমর(রা.)এর সাথে রাস্তায় দেখা। উমর তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'উমর, আমি তোমাকে তখন থেকে চিনি, যখন তুমি উকাজের বাজারে শিশুদের লাঠি দিয়ে ভয় দেখাতে, তখন তুমি ছিলে উমাইর (বালক উমর)। এরপর কিছু দিন যেতে না যেতে তোমার নাম পড়ল উমর। এরপর কিছু দিন না যেতেই তোমার নাম এখন আমিরুল মুমিনিন। জনসাধারণের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রাখো, যে মন্দ পরিণতিকে ভয় করে, সে তা থেকে বাঁচতে পারে; আর যে মৃত্যুর ভয় করে, সে হারানোর ভয় করে।'

উমর(রা.)-এর সাথে থাকা এক লোক বললেন, 'থামো এবার হে নারী, অনেক বলেছ।'

উমর(রা.) বললেন, 'তাঁকে বলতে দাও, তুমি কি তাঁকে চেনো না? ইনি হলেন আওস বিন সামিতের স্ত্রী খাওলা, সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ তাঁর কথা শুনেছেন, এখন উমর কি তাঁর কথা শুনবে না?!'

শেষ একটি কথা বলি, এমন সব অনুপম জীবনের অধিকারিণীগণ কি মুসলিম নারীদের আদর্শ হিসেবে যথার্থ নয়?!

সমাজ সংস্করণে নারীর ভূমিকার গুরুত্ব

নিশ্চয়ই সমাজ সংস্কারে নারীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ দু'ভাবে সমাজ সংস্কার হয়ে থাকে।

১।বাহ্যিক সংস্কার:

বাজার, মসজিদ ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থান সমূহে এ ধরনের সংস্কার হয়ে থাকে। এতে পুরুষের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। কারণ তারাই জনসম্মুখে আসে।

২।অভ্যন্তরীণ সংস্কার:

বাড়ির অধিকাংশ দায়িত্ব নারীর প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছে বিধায় এ ধরনের সংস্কার গৃহাভ্যন্তরে হয়ে থাকে। কারণ নারীই গৃহকর্ত্রী। যেমন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

“আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে”।
(-সূরা আহযাব ৩৩)

দু'টি কারণে সমাজের অর্ধাংশ বা তার বেশি সংস্কার নারীর সাথে সম্পৃক্ত- একথা বললে অত্যুক্তি হবে না বলে আমাদের ধারণা।

প্রথম কারণ:

সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও নারীদের সংখ্যা পুরুষদের মতোই; বরং তারাই

বনী আদমের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ আদম সন্তানের অধিকাংশই নারী থেকে এসেছে। হাদীছ এ বিষয়টাকে প্রমাণ করেছে। তবে দেশ ও কাল ভেদে এতে কমবেশি হয়ে থাকে। কোন দেশে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি হয়। আবার কোন দেশে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কোন যুগে নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি হতে পারে। আবার অন্য যুগে এর বিপরীতটাও হতে পারে। যাহোক, সমাজ সংস্কারে নারীর বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ:

মাতৃক্রোড়েই সন্তানরা প্রথম লালিত-পালিত হয়। এর দ্বারা সমাজ সংস্কারে নারীর কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব ফুটে ওঠে।

সমাজ সংস্কারে নারীর গুরুত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তার কিছু যোগ্যতা বা উপাদান থাকতে হবে। যাতে সে সংস্কারের দায়িত্ব পালন করতে পারে। নিম্নে এ ধরনের কিছু উপাদান উল্লেখ করা হল:

প্রথম উপাদান:(পুণ্যবতী হওয়া)

নারীকে নিজে পুণ্যবতী হতে হবে। যাতে সে নারী সমাজে উত্তম আদর্শ বা মডেল হতে হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কিভাবে নারী পুণ্যবতী হবে?

প্রত্যেক নারীর জানা উচিত যে, জ্ঞানার্জন ব্যতীত সে কখনো পুণ্যবতী হতে পারবে না। জ্ঞান বলতে আমি শারঈ জ্ঞানকে)العلم الشرعي(বুঝাচ্ছি। যা সে সম্ভব হলে বইপত্র পড়ে অথবা আলেমদের মুখ থেকে অর্জন করবে। চাই সে আলেমগণ পুরুষ হোক বা নারী।

দ্বিতীয় উপাদান:(বাগ্মিতা ও বিশুদ্ধভাষিতা)

আল্লাহ যেন নারীকে বক্তৃতা প্রদানের যোগ্যতা ও বিশুদ্ধভাষিতা দান করেন। যাতে সে সাবলীল বাচনভঙ্গির অধিকারী হয়ে তার মনের কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পারে। তার মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয় তা হয়তো অনেক মানুষের মধ্যেই হ'তে পারে। কিন্তু সে তা ব্যক্ত করতে অক্ষম অথবা কখনো অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে। আর তখন মানুষকে সংশোধনের যে আকাঙ্খা বক্তার মনের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, সেই লক্ষ্য অর্জিত হয় না।

এর উপর ভিত্তি করে আমাদের জিজ্ঞাসা, কিভাবে সুস্পষ্ট বাক্য প্রয়োগ করে বিশুদ্ধ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব?

এর জবাবে আমরা বলব, এ যোগ্যতা অর্জনের উপায় হল নারীর 'নাহু' (পদ ও বাক্য-বিন্যাস শাস্ত্র), 'ছরফ' (শব্দ প্রকরণ শাস্ত্র) ও অলংকার শাস্ত্রের)البلاغة(কিছুটা জ্ঞান থাকতে হবে। আর এজন্য নারীকে অল্প হলেও এ বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হবে। যাতে সে তার মনের কথা সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারে এবং নারী সমাজকে তার বক্তব্যের মর্ম বুঝাতে সক্ষম হয়।

৩য় উপাদান:(প্রজ্ঞা)

দাওয়াত প্রদান এবং শ্রোতার নিকট ইলম পৌছিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে নারীকে 'হিকমত' বা প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। বিদ্বানদের মতে, কোন বস্তুকে তার যথাযথ স্থানে রাখাই হল হিকমত। বান্দাকে হিকমত প্রদান করা আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত।

মহান আল্লাহ বলেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء ومن .ثيوت الْحَكْمَةَ فَقَدْ أَوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

'তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' (বাকারাহ ২৬৯)।

হিকমত না থাকার কারণেই অনেক সময় ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত হয় না এবং ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হল সম্বোধিত

ব্যক্তিকে তার মর্যাদা অনুযায়ী সম্বোধন করা। যদি সে মূর্খ (১৯৮৯) হয়, তাহলে তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে। আর যদি সে আলেম হয় কিন্তু তার মধ্যে অলসতা, শিথিলতা ও গাফিলতি থাকে, তাহলে তার অবস্থা অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি সে অহংকারী ও হক প্রত্যাখ্যানকারী আলেম হয়, তাহলে তার সাথেও সেরূপ আচরণ করতে হবে যা তার অবস্থার সাথে মানানসই হয়।

মোটকথা, তিন প্রকারের মানুষ রয়েছে। ১. মূর্খ, ২. অলস আলেম ও ৩. হঠকারী আলেম। এদের সবাইকে এক নিক্তিতে পরিমাপ করা যাবে না; বরং প্রত্যেকের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করতে হবে।

নারীর দাওয়াতী তৎপরতা

নারীদের তাদের বোনদেরকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকা উচিত। স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চতর ও শিক্ষার অন্যান্য স্তরে তাদের মিলিত হওয়ার সময় এটা হতে পারে। অনুরূপভাবে (অন্য সময়ে) মহিলাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের সময় কল্যাণকর আলাপ-আলোচনা হতে পারে।
মৃত্যুর পরেও এর ছওয়াব তাদের জন্য অব্যাহত থাকবে।

কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

"আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১. ছাদাকায়ে জারিয়া ২. উপকারী জ্ঞান এবং ৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে।"

পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ অথবা স্কুল, মাদরাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিলিত হওয়ার সময় নারী যখন তার সমাজে দাওয়াতী কাজে তৎপর হবে, তখন সমাজ সংস্কারে তার বিরাট প্রভাব ও ভূমিকা থাকবে।
সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা এবং যেসব যোগ্যতার মাধ্যমে এ সংস্কার হতে পারে সে সম্পর্কে এ মুহূর্তে আমার এতটুকুই মনে আসছে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে হেদায়াতকারী, হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং সৎ ও সংস্কারক করেন। তিনি যেন আমাদেরকে তার রহমতের বারিধারায় সিক্ত করেন। তিনিই তো মহান দাতা।

রেফারেন্স :

১।সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা
(শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন)
অনুবাদ: নূরুল ইসলাম

২।মুসলিম নারীদের বীরত্বগাথা
(আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহ.)
অনুবাদ: উম্মে তকি

৩।মুসলিম নারীর সংগ্রাম সাধনা
(মাওলানা শহীদুল ইসলাম মাজাহেরী)
শিক্ষক, আনন্দপুর দারুল উলুম মাদরাসা, সাভার, ঢাকা।
খতীব, বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, সাভার, ঢাকা।
প্রকাশনা:- রাহনুমা প্রকাশনী™

৪।ইসলামে নারী
(আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর))

বাংলা রূপান্তর ও সম্পাদনায়:
মোহাম্মদ নুরুল হুদা নদভী
মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ
মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন
প্রকাশনা:- দারুস সালাম বাংলাদেশ

৫।নারী: ইসলামের পূর্বে ও পরে
(মুতয়েব উমার আল-হারেসী)
অনুবাদ: জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

৬।মাসিক আলকাউসার : অনলাইন মাসিক পত্রিকা